মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়েরআওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মুল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যত	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৬ টি	০৫ টি	০১ টি	---	০২ টি	০২ টি	৫০% ৪০%	---	০০ %

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০৬টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্ব)	২৪৯৬.৬৫	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬
Vocational training for Women Workers in RMG Industry in Bangladesh	২১৩.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে আগস্ট ১৫
নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (সংশোধিত)	১৭০৩.৭৮	অক্টোবর ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ১৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন	১৩১২.৩২	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিক স্থাপন (সংশোধিত)	১১০২.৪০	জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৫
নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর কর্মজীবী মেয়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী	১৬২৫.৭১	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৬

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
তথ্য আপা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযু ক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	আলোচ্য প্রকল্পটি ১৪/০৬/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ১ম অর্থ বছরের কার্যক্রম চালু করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের শুরু থেকে তথ্য কেন্দ্রগুলো পুরোপুরি চালু করা যায়নি;
নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর কর্মজীবী মেয়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি	প্রকল্প চলমান কালে প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (নাখালপাড়াস্থ সংসদ সদস্য ভবন), পরিকল্পনা কমিশন চত্বর

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ভেতরে ডে -কেয়ার সেন্টার চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ নতুন ৩ টি ডে-কেয়ার সেন্টারের জন্য রুম বরাদ্দ ও সংস্কার মূল ডিপিপিতে ছিলনা। এ কারণে ডিপিপি সংশোধন করায় বিলম্বের কারণ বা মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৪.১ টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতালের ওয়ান -স্টপ ক্রাইসিস সেলটির কার্যক্রম হাসপাতালের অভ্যন্তরে একটি ছোট কক্ষে পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত সেন্টারে প্রকল্পের দায়িত্বরত ৩ জন বসতে পারলেও সেবা নিতে আগত নারী ও শিশুরা বসতে অসুবিধা হয়। অপরদিকে , সেলটি হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্থাপন করায় সাধারণ জনগণ সেলটি খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য।	৪.১ জেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল স্থাপনের ক্ষেত্রে আয়তনে বড় কক্ষ নেয়া প্রয়োজন এবং সাধারণ জনগণ যাতে এ সেন্টার/সেল সহজে খুঁজে বের করতে পারে ভবিষ্যতে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্ব)
-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্ব)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার- ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।
৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল- মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার জেলা।
২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার- ঝিনাইগাতি, কুলিয়ারচর, পাংশা, টঙ্গীবাড়ী, টুঙ্গীপাড়া, বরুড়া, রামগতি, টেকনাফ, লংগধু, ছাতক, কুড়াউড়া, তেতুলিয়া, পার্বতীপুর, চিলমারী, নন্দীগ্রাম, শিবগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, ঝিকরগাছা, শ্যামনগর, কলাপাড়া

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪৩৭১.৫২ ২৩৩১.৫২ ২০৪০.০০	৪৮৭২.২৯ ২৩৭৪.০৯ ২৪৯৮.২০	৪৮৬৩.০৭ ২৩৬৬.৪২ ২৪৯৬.৬৫	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	(+) ৪৯১.৫৫ (১১.২৪%)	--

নোটঃ আলোচ্য বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, ডানিডা ও বিশ্ব ব্যাংক -এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০ <u>পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ</u>

৬.১ <u>পটভূমিঃ</u>

১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নিমিত্ত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম গ্রহণে ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের জুন মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সুপারিশ অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৭৯১.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'বছর মেয়াদী একটি সারথী প্রকল্প (Pilot Phase) নভেম্বর ২০০০ সালে শুরু করে ডিসেম্বর ২০০৩ এ সমাপ্ত করা হয়। সারথী পর্বের ধারাবাহিকতায় মোট ১৯৩৫.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯১.৮৭ লক্ষ টাকা এবং ডানিডার প্রকল্প সাহায্য ১৭৪৩.২৮ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে "নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (১ম পর্যায়) " শীর্ষক

একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা জানুযারি ২০০৪ তারিখে শুরু হয়ে জুন, ২০০৮ সমাপ্ত হয়। এ সময়ের মধ্যে দেশের ৬টি বিভাগীয় সদরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) চালু করা হয়। এ সময়ে ৪৯৬৩ জন মহিলা ও শিশু ওসিসি হতে সেবা গ্রহণ করেছে। অধিকন্ত এ পর্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং পাঁচটি বিভাগীয় সদরে ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি চালু করা হয়। এ সব ল্যাবরেটরীতে এ পর্যন্ত মোট ৩৩৪টি নমুনা ১২০৫টি ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের প্রথম পর্বের ধারাবাহিকায় জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদকালীন "নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (২য় পর্ব)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮৪৫.৮৪ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়ন করা হয়। ২য় পর্বের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৪৩৭১.৫২ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৩১.৫২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২০৪০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ডানিডা ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ <u>উদ্দেশ্যঃ</u>

ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সমন্বিত গুণগতমানসম্পন্ন, দক্ষ ও টেকসই সেবা প্রদান;
খ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সচেতন করা;
গ) সমন্বিত/আন্তঃমন্ত্রণালয় উদ্যোগের মাধ্যমে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার অর্জন এবং National Action Plan on Violence Against Women প্রণয়ন করা।

৭.০ <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন ও এর ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ডিএনএ স্ক্রীনিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী স্থাপন;
- ন্যাশনাল ট্রাম কাউন্সেলিং সেন্টার ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট স্থাপন;
- ৪০টি জেলা হাসপাতালে ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন;
- ডিএনএ ল্যাবরেটরী পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করা এবং ডিএনএ পরীক্ষা আইনী প্রক্রিয়ায় প্রামাণিক দলিল হিসেবে ব্যবহার করা;
- সংশ্লিষ্ট সরকারি কাঠামোর মধ্যে ওসিসি মডেল সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত করার মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রণীত ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;
- গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ; এবং
- পরামর্শক সেবা।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৫	৪	৭	৬
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
০১	জনবলের বেতন-ভাতা	জনমাস	৮২৪১	১৮২৬.৬৯	৮২৩৯	১৮২০.৯৫
০২	পরামর্শক	জনমাস	১০২১	৩০৬.৮৯	১০২১	৩০৬.৪১
০৩	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৮৫	১৯৭.০৫	৮৫	১৯৭.০৪
০৪	সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান	থোক	থোক	২২২.৭০	থোক	২২২.০৬
০৫	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৮৮	১৫৩.৫৭	৮৮	১৫৩.৫৪
	উপ-মোট **(**রাজস্ব**):**			২৭০৬.৯০		২৭০০.৬০

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৫	৪	৭	৬
	(খ) মূলধন খাতঃ					
০৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৭৩৯	৪৮.৭১	৭৩৯	৪৮.৬৮
০৭	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৭০৯	১২৩.৫৭	৭০৯	১২৩.৫৪
০৮	মেশিনারী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	১৫২.১৯	থোক	১৫২.১৯
০৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	১৮৪০.৯২	থোক	১৮৩৮.০৬
	উপ-মোট **(**মূলধন**):**			২১৬৫.৩৯		২১৬২.৪৭
	মোট ব্যয় **(**রাজস্ব ও মূলধন**):**			৪৮৭২.২৯		৪৮৬৩.০৭

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন: বর্ণিত প্রকল্পটির মূল ডিপিপি'র উপর গত ১৭/০৮/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৫/১১/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৪৩৭২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২৩৩১.৫২ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ২০৪০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে ডানিডা ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১০.১ প্রকল্প সংশোধনঃ প্রকল্পের আওতায় ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীর ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নতুন জেনেটিক এনলাইজার মেশিন ২০১২ সালে ক্রয় করা হয়। ২০১২ সালে তাজরিন ফ্যাশন এবং ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় অসনাক্তকৃত মৃতদেহ সনাক্তকরণের লক্ষ্যে ডিএনএ পরীক্ষা বাবদ রিএজেন্ট, কেমিকেল ক্রয় করা হয়। এ সকল অর্থ সংস্থান ডিপিপিতে ছিল না। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুত ১৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প হতে বাদ দেয়া। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯২১ হেল্প লাইন পরিচালনা ব্যয় ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুমোদিত হওয়ায় বেতনভাতা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি ৪৮৭২.২৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২৩৭৪.০৯ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ- ২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৩/০৬/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৪২৪.৩২	৭৪.৩২	৩৫০.০০	৯৭৪.৫৬	৫১৭.০৫	৭৪.২৫	৪৪২.৮০
২০১২-২০১৩	৮৮৮.০০	২৮৮.০০	৬০০.০০	৯৮৫.৩২	৯১৯.৬৩	২৮৪.১৫	৬৩৫.৪৮
২০১৩-২০১৪	৯৩৪.০০	৫০৯.০০	৪২৫.০০	৯৭৮.৯৪	৯৭৬.১৭	৫০৬.২৩	৪৬৯.৯৪
২০১৪-২০১৫	৮৯৫.০০	৫১০.০০	৩৮৫.০০	৯৩৭.৫৪	৯৩৫.১৬	৫০৭.৬৩	৪২৭.৫৩
২০১৫-২০১৬	১৫১৭.০০	৯৯৫.০০	৫২২.০০	১৫১৫.৯০	১৫১৫.০৬	৯৯৪.১৬	৫২০.৯০
মোটঃ	৪৬৫৮.৩২	২৩৭৬.৩২	২২৮২.০০	৫৩৯২.২৬	৪৮৬৩.০৭	২৩৬৬.৪২	২৪৯৬.৬৫

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ড. আবুল হোসেন, উপ-সচিব এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ প্রকল্পের আওতায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ওপর সারাদেশে মোট ৮৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সেমিনার বাবদ ১৯৭.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.২ সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানঃ প্রকল্প মেয়াদে ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলসহ অন্যান্য জনসমাগম এলাকায় নারী নির্যাতনের বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়। আরডিপিপিতে এ খাতে ২২২.৭০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২২২.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৩ প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলগুলোতে নিয়োজিত প্রোগ্রাম অফিসারদের ২৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৫৩.৫৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৪ আসবাবপত্র ক্রয়ঃ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল অফিসে ব্যবহারের জন্য ৭৩৯টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এসব আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৪৮.৭১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৫ অফিস যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল অফিসে ব্যবহারের জন্য ৭০৯টি অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এসব অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১২৩.৫৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১২৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৬ মেশিনারী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল অফিসে ব্যবহারের জন্য এয়ার কন্ডিশন, ফটোকপিয়ার, ফ্রীজ, ফ্যাক্স মেশিন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, স্ক্যানার, ইউএসবি মডেম, মোবাইল ফোন, ক্রয় করা হয়েছে। এসব মেশিনারী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১৫২.১৯ লক্ষ টাকা পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) কর্তৃক ২৪/১১/২০১৬ তারিখে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার, ২৬/১১/২০১৬ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ২৭/১১/২০১৬ তারিখে পাবনা জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ১০/১২/২০১৬ তারিখে বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এবং ১২/১২/২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর ও সেলের প্রোগ্রাম অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ শীর্ষক কর্মশালা

প্রকল্পের আওতায় ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ শীর্ষক কর্মশালায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

১৪.১ <u>ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার</u>ঃনির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তাকে অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টার হতে সকল ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার প্রসার ঘটানোর জন্য ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার নানাবিধ সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ওসিসি, ডিএনএ ল্যাবরেটরী, সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কাউন্সেলিং সম্পর্কিত সচেতনতা, মৌলিক দক্ষতা এবং সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বয়সের ভিত্তিতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং গ্রহণকারী নারী ও শিশুর সংখ্যাঃ

উপকারভোগীর ধরণ	সংখ্যা
শিশু	৪৯৭
নারী	৩৪৯
মোটঃ	৮৪৬

নারী ও শিশুর মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেশন সংখ্যাঃ

কাউন্সেলিং এর ধরণ	মোট সেশন
একক কাউন্সেলিং	৪৬৫২
ফ্যামিলি কাউন্সেলিং	৭২১
ক্যাপল কাউন্সেলিং	৪৪২
গ্রুপ কাউন্সেলিং	৮২
টেলি-কাউন্সেলিং	১১১৩
অনলাইন কাউন্সেলিং	৬৯
মোটঃ	৭০৭৯

১৪.২ <u>নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার</u>ঃপ্রকল্পের আওতায় ১৯ জুন ২০১২ তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারে টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯২১ নম্বরে ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা ও সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারে। অধিকাংশ ভিকটিম ও তার পরিবারের সদস্যগণ আইনী সহায়তার জন্য ফোন করেন। এছাড়া চিকিৎসা, মানসিক কাউন্সেলিং-এর সহায়তা পাওয়ার জন্যও অনেকে ফোন করেন। এই সেন্টারে যে সকল ভিকটিম ফোন করেছেন তাদের অধিকাংশই শারীরিক, যৌন ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। পাশাপাশি বিভিন্ন রকম আর্থিক সাহায্য, প্রশিক্ষণ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তার জন্যও অনেকে ফোন করেন। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে এই হেল্পলাইন সেন্টার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। হেল্পলাইন ১০৯২১-এ যে সকল কারণে ফোন করা হয়েছেঃ

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	মানসিক নির্যাতন	দগ্ধ নির্যাতন	এসিড নির্যাতন	অর্থনৈতিক নির্যাতন	অন্যান্য	মোট
১১৯০৫	২৭৪৮	৩৫০৭	৪১	১৪	৪৪৪১	১৬৯০১০	১৯১৬৬৬

হেল্পলাইন ১০৯২১ হতে যে সকল সেবা প্রদান করা হয়েছেঃ

চিকিৎসা সহায়তা	মনোসামাজিক কাউন্সেলিং	পুলিশী সহায়তা	আইনী সহায়তা	তথ্যসেবা	অন্যান্য	মোট
১১২৫	২০১২	৪৬৭১	১২২০৪	১৬০০৮১	১১৫৭৩	১৯১৬৬৬

আইএমইডি'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) কর্তৃক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অবস্থিত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার পরিদর্শন করা হয়

আইএমইডি'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) কর্তৃক ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার পরিদর্শন করা হয়

১৪.৩ টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেলঃ প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার সদর হাসপাতালে ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সেলের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মানসিক কাউন্সেলিং, পুলিশি, আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্প শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত টাঙ্গাইল ওয়ান-স্টপ সেলের মাধ্যমে যেসব নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

যেসব নারী ও শিশু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে উক্ত সেলে এসেছেন

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন (ধর্ষণ)	মানসিক নির্যাতন	অপহরণ	এ্যাসিড নির্যাতন	দগ্ধ নির্যাতন	অন্যান্য	মোট
২৪১	১১৫	১৩	২	১	১	৪	৩৭৭

আগত নারী ও শিশুদের যেসব সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

চিকিৎসা সহায়তা	আইনী সহায়তা	পুলিশী সহায়তা	কাউন্সেলিং সেবা	মোট
৩৫	২৬৪	৬০	১৮	৩৭৭

১৪.৪ পাবনা জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলঃ প্রকল্পের আওতায় পাবনা জেলার সদর হাসপাতালে ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সেলের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, কাউন্সেলিং সেবা, পুলিশি, আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রোগ্রাম অফিসার জানান, নির্যাতিত নারীগণ উক্ত সেলে আসার পর প্রথমে তাদের নির্যাতনের বিষয়টি সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে নির্যাতনের ধরণ অনুযায়ী তাদেরকে আইনী সহায়তা, চিকিৎসা, মামলা দাখিলের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা। প্রকল্প শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত টাঙ্গাইল ওয়ান-স্টপ সেলের মাধ্যমে যেসব নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

যেসব নারী ও শিশু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে উক্ত সেলে এসেছেনঃ

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	মানসিক নির্যাতন	কাউন্সেলিং সেবা	পুলিশী সহায়তা	এ্যাসিড নির্যাতন	দগ্ধ নির্যাতন	লিগ্যাল এইড	লিগ্যাল	মহিলা	শিশু
৪২২	১২৩	২৬	২৬৭	১৫৭	২	১	৮৫	৬৫	৪৮৩	৯৫

পাবনা সদর জেনারেল হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি)

১৪.৫ বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলঃ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে ডিসেম্বর ২০১২ হতে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সেলের কার্যক্রম শিশু ও নারীদের চিকিৎসা সহায়তা, আইনী সহায়তা, পুলিশী সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। প্রোগ্রাম অফিসার জানান, নির্যাতনের শিকার নারীগণ উক্ত সেলে আসার পর প্রথমে তাদের নির্যাতনের বিষয়টি সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে নির্যাতনের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। বান্দরবান ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলে প্রকল্প শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত যে সকল নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

যে সকল নারী ও শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে উক্ত সেলে এসেছেনঃ

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	মানসিক নির্যাতন	দগ্ধ নির্যাতন	মোট
৩০৪	২৯	১০	২	৩৪৫

আগত নারী ও শিশুদের যে সকল সহায়তা প্রদান করা হয়েছেঃ

চিকিৎসা সহায়তা	আইনী সহায়তা	পুলিশী সহায়তা	মনোসামাজিক কাউন্সেলিং	অন্যান্য সহায়তা	মোট
১০	৩২	৫১	২৫১	১	৩৪৫

আইএমইডি'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) কর্তৃক বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল পরিদর্শন করা হয়

১৪.৬ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারঃ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা কার্যক্রম একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি হতে প্রদান করা হয়। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাদানের নিমিত্ত ওসিসিতে ৪ জন মেডিকেল অফিসার, ৬ জন নার্স, ২ জন পুলিশ অফিসার, ২ জন পুলিশ কনষ্টেবল, ১ জন আইনজীবি, ১ জন কাউন্সেলর, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ৪ জন ম্যাসেঞ্জার কাম ক্লিনার নিয়োজিত রয়েছেন। শারীরিক, যৌন এবং দগ্ধ এই তিন ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশকে ওসিসি হতে সেবা প্রদান করা হয়।

যে সকল নারী ও শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে ওসিসিতে এসেছেন তাদের সংখ্যা ও মামলা দায়েরের সংখ্যাঃ

শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	দগ্ধ নির্যাতন	মোট	মামলা দায়েরের সংখ্যা
১৫৩০	৫৮৭	১০	২১২৭	৩৬৭

১৪.৭ ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের প্রটোকলঃ

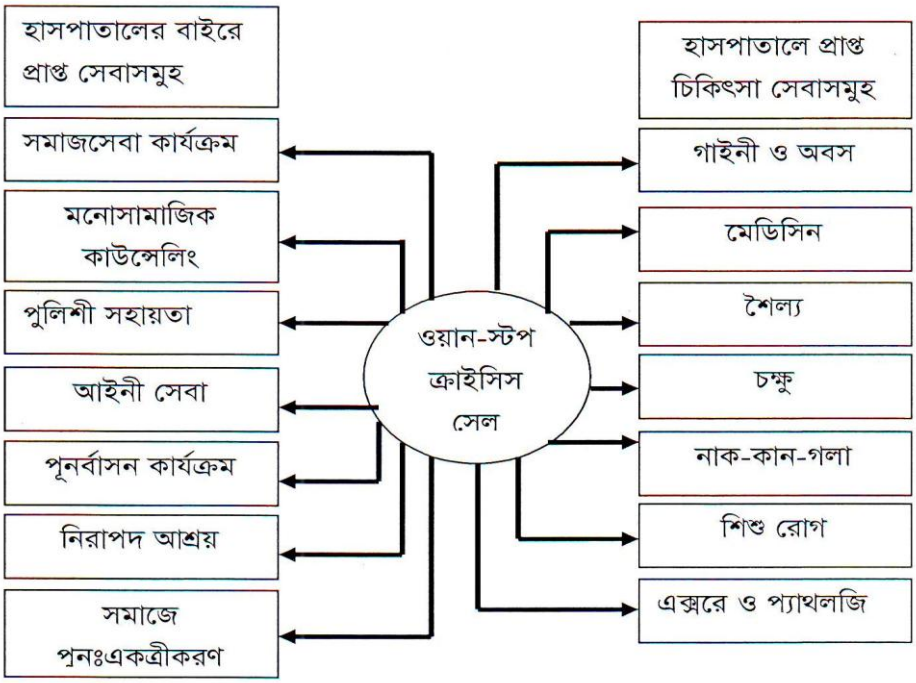

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সমন্বিত গুণগতমানসম্পন্ন, দক্ষ ও টেকসই সেবা প্রদান;	প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) হতে মোট ১৪,৪৪৫ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা, আইনী সহায়তা, পুলিশী সহায়তা, ডিএনএ পরীক্ষা, পুনর্বাসন ও আশ্রয় সেবা প্রদান করা হয়েছে; দেশের ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপিত মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে মোট ২২,৯৫৫ জন নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে;

	▯ ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী হতে ২,১৬৫টি মামলার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে; ▯ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ৮৪৬ জন নারী ও শিশুকে ৭,০৭৯টি সেশনের মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে; ▯ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯২১-এ এই হেল্পলাইন সেন্টারে মোট ১,৯১,৬৬৬টি ফোন গ্রহণ করা হয়।
খ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সচেতন করা;	▯ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে; ▯ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, দক্ষতা উন্নয়ন, ডিএনএ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে; ▯ ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯২১-এর উপর নির্মিত টিভি স্পট বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ দেশের সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে; ▯ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ব্রশিউর, লিফলেট, প্রকাশনা এবং নিয়মিত ই-নিউজলেটার ও ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশিত ও দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে; ▯ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে; ▯ জানুয়ারি ২০১৭ হতে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার কভার পেইজে ১০৯২১ নম্বরটি সন্নিবেশ করা হচ্ছে।
গ) সমন্বিত/আন্তঃমন্ত্রণালয় উদ্যোগের মাধ্যমে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং	▯ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল একাডেমী ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট-এর শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের জন্য জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রতিরোধে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে; ▯ সিআইডির অধীন ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে পুলিশ অফিসারদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে; ▯ জুডিশিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বিচারকদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে; ▯ ডাক্তার, নার্সদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে; ▯ National Database on Violence Against Women and Children-এ বিভিন্ন উৎস হতে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করে ওয়েব সাইটে সংরক্ষণ করা হয় যাতে প্রয়োজনে যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারে; ▯ ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর স্থাপন করা হচ্ছে।
ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার অর্জন এবং **National Action Plan on Violence Against Women** প্রণয়ন করা।	▯ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন ও অনুমোদনের সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; ▯ ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন ও অনুমোদনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; ▯ জাতীয় মনোসামাজিক নীতিমালা ২০১৬ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে; ▯ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় মোট ৭টি অধ্যায় রয়েছে, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বর্তমান প্রেক্ষিত; আইনী ব্যবস্থা ও আইনগত সহায়তা; সামাজিক সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন; নারী ও শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর জন্য সুরক্ষা সেবা, প্রতিকার ও পুন র্বাসন ব্যবস্থা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল।

১৬.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

(ক) প্রকল্পের অর্জনঃ

১৬.১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম/সহায়তা প্রদানঃ নারী ও শিশু নির্যাতন রোধকল্পে সারা দেশে ৮টি মেডিকেল কলেজে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ৬০টি জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সেন্টারে নারী ও শিশুদের শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মানসিক কাউন্সেলিং, পুলিশি, আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে টোল ফ্রি ১০৯২১ নম্বরে ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা ও সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারে। অধিকন্তু সেলসমূহ সমাজে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের পুনর্বাসন ও সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে আসছে।

(খ) সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৬.২ বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ কম আয়োজন করাঃ প্রকল্পের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সমাজসেবা কার্যক্রম, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, পুলিশী সহায়তা, আইনী সেবা, পুনর্বাসন কার্যক্রম, হাসপাতালে চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে ১৯৭.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৮৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সেমিনার/ ওয়ার্কশপগুলো অধিকাংশ ঢাকায় আয়োজন করা হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রবণতা অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে এবং অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে হয়ে থাকে তাই সেমিনার/ওয়ার্কশপগুলো জেলা/থানা পর্যায়ে আয়োজন করা হলে জেলা ও থানা পর্যায়ের সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পেতো। অপরদিকে, জেলা ও থানা পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্মকর্তা যেমন- হাসপাতাল, পরিবার পরিকল্পনা, পুলিশ, তথ্য, সমাজসেবা, আইন, ধর্ম, শিক্ষা, যুব ও স্থানীয় সরকার কার্যালয়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতো।

১৬.৩ প্রশিক্ষণে আপ্যায়ন প্রদান করা হলেও কোন ভাতা প্রদান না করাঃ প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জনবল, ডাক্তার, নার্স, ইমাম, যুব, সমাজসেবা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের ১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৮টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রধান ছিল মাঠ পর্যায়ের প্রোগ্রাম অফিসার ও কম্পিউটার অপারেটরদের ২২ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। প্রকল্পের আওতায় প্রোগ্রাম অফিসার ও কম্পিউটার অপারেটরদের মাঠ পর্যায়ে নিয়োগের পর ঢাকায় এনে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়ন করা হলেও কোন ভাতা প্রদান করা হয়নি। এসব প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাই প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও যাতায়াত বাবদ ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.৪ টাঙ্গাইল ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল কার্যালয়টি ছোট আয়তনে ছোটঃ টাঙ্গাইল জেলা সদর হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলটির কার্যক্রম হাসপাতালের অভ্যন্তরে একটি ছোট কক্ষে পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত সেন্টারে প্রকল্পের দায়িত্বরত ৩ জন বসতে পারলেও সেবা নিতে আগত নারী ও শিশুরা বসতে অসুবিধা হয়। অপরদিকে, সেলটি হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্থাপন করায় সাধারণ জনগণ সেলটি খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য। এ সেলটি হাসপাতাল ভবনের সামনে অথবা এক পাশে স্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে সাধারণ জনগণ সেলটি সহজে খুঁজে বের করতে পারেন;

১৬.৫ ওসিসি কার্যক্রম পরিচালনায় জেলা পর্যায়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সমন্বয় কমঃ প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল-এর মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব সেবা কার্যক্রমের সাথে জেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, যুব অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায়, তথ্য অফিস, আইন-শৃংখলা বিভাগ, লিগ্যাল বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি অফিসের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল থেকে নির্যাতিতদের সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করা হলেও অন্যান্য কার্যালয়গুলো হতে নির্যাতিত নারী ও শিশুরা সময়মতো ও যথাযথভাবে কাঙ্খিত সেবা পায় না। ফলে নির্যাতিতরা আইনী সহায়তা পেতে/অভিযোগ দাখিল করতে কম আগ্রহী হন।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নকালে থানা ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন বৃদ্ধি করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য);

১৭.২ ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলকে ঢাকায় সমবেত না করে বিভাগওয়ারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ভাতা ও যাতায়াত ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য);

১৭.৩ জেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল স্থাপনের ক্ষেত্রে আয়তনে বড় কক্ষ নেয়া প্রয়োজন এবং সাধারণ জনগণ যাতে এ সেন্টার/সেল সহজে খুঁজে বের করতে পারে ভবিষ্যতে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪ দ্রষ্টব্য);

১৭.৪ সমাজের নির্যাতিত নারী ও শিশুদের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেলের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা, সমবায়, তথ্য অফিস, আইন-শৃংখলা বিভাগ, লিগ্যাল বিভাগ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অফিসের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৫ দ্রষ্টব্য);

১৭.৫ মনোসামাজিক কাউন্সেলিং-এর সেবার পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৬ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের কার্যপরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯২১ নম্বরটি ব্যবহারের জন্য প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

Vocational training for Women Workers in RMG Industry in Bangladesh

-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : Vocational training for Women Workers in RMG Industry in Bangladesh

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : জিরানী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৯৫.০০ ৪৪৫.০০ ২৫০.০০	২৬৯.৫০ ১৯.৫০ ২৫০.০০	২২৮.৫৪ ১৫.৫৪ ২১৩.০০	সেপ্টেঃ ১৩ থেকে আগস্ট ১৫	সেপ্টেঃ ১৩ থেকে ডিসেঃ ১৫	সেপ্টেঃ ১৩ থেকে ডিসেঃ ১৫	--	৪ মাস (১৬.৬৬%)

নোটঃ আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও জার্মান কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান GIZ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০ পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ে মহিলাগণ বিশেষ করে যুব মহিলাগণ খুব কমই ভাল বেতনে কাজ করে। এর অন্যতম কারণ তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। গার্মেন্টস কারখানায় নিয়োজিত জনবলের বৃহদাংশ নারী হলেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তারা ভাল বেতনে বিশেষভাবে মধ্য পর্যায়ের (উৎপাদন ও প্রশাসনিক) কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই অপ্রতুল। সমাজের প্রান্তিক মহিলাদের বিশেষ করে যুবতী মহিলাদের যারা ভাল চাকরি ও কর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে কর্মরত মহিলাদের বা গরীব শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্য:

নির্মিত পোষাক ও বস্ত্র শিল্প কারখানায় অধিকতর মজুরীতে শ্রমিক হিসেবে বা মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা পদে নিয়োগ লাভের সহায়তার উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিজিএমইএ পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

* কারিগরি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহিলা সুইং অপারেটরকে ফ্লোর ম্যানেজার হিসেবে চাকরি পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যূনতম ২টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
* উৎপাদন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকদের জন্য (ক) কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপন, স্বাস্থ্যমান; (খ) জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনায় নিরাপত্তা; (গ) শিল্প কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
* ন্যূনতম ১৫০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তারা তাদের আয় ৭৫% বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃপ্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

- লোকাল ট্রেনিং প্রোভাইডার নিয়োগ;
- শিক্ষা সফর;
- জ্বালানী কাঠসহ খাদ্য ব্যয়;
- অফিস যন্ত্রপাতি;
- আসবাবপত্র;
- সংস্কার ও মেরামত।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৫	৪	৭	৬
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	লোকাল ট্রেনিং প্রোভাইডার	সংখ্যা	১টি	১৯০.০০	১টি	১৯০.০০
২	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	ব্যাচ	৩ ব্যাচ	৩.০০	৩ ব্যাচ	৩.০০
৩	অপারেশনাল কস্ট	সংখ্যা	২টি কেন্দ্র	১৫.০০	২টি কেন্দ্র	১৫.০০
৪	শিক্ষা সফর	জন	১০ জন	৭.০০	-	০.০০
৫	প্রশিক্ষণ	জন	২৫০ জন	১.৫০	২৫০ জন	১.২০
৬	জ্বালানী কাঠসহ খাদ্য ব্যয়	জন	২৫০ জন	১৮.০০	২৫০ জন	১৪.৩৪
	উপ-মোট **(**রাজস্ব**):**			২৩৪.০০		২২৩.৫৪
	(খ**)** মূলধন খাতঃ					
৭	প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২২টি	১৫.০০	--	০.৬৯
৮	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২টি কেন্দ্র	৫.০০	২টি কেন্দ্র	২.৩১
৯	প্রোডাকটিভিটি ল্যাব	সংখ্যা	২টি কেন্দ্র	৫.০০	-	০.০০
১০	সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	২টি কেন্দ্র	১০.০০	২টি কেন্দ্র	২.০০
	উপ-মোট **(**মূলধন**):**			৩৫.০০		৫.০০
	মোট ব্যয় **(**রাজস্ব ও মূলধন**):**			২৬৯.৫০		২২৮.৫৪

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী শিক্ষা সফর, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রোডাকটিভিটি ল্যাব স্থাপন ব্যতীত সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন: আলোচ্য প্রকল্পটি ৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য- GIZ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ হতে আগস্ট, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২১/০৪/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প কার্যক্রম বিলম্বে আরম্ভ হওয়ার কারণে Mid level management কোর্স যথাসময়ে আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে প্রকল্পের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা

অর্জন সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মেয়াদ আরও ৪ মাস বৃদ্ধিতে ইআরডি'র সম্মতি ছিল। তাই প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয়।

১০.১ প্রকল্প সংশোধনঃ প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার বাঁশেরহাট কেন্দ্রের জন্য জিওবি অংশে প্রশিক্ষণ এবং খাদ্য ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৮.০০ লক্ষ টাকাসহ কতিপয় নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত এবং স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাত, প্রশিক্ষণ উপকরণ উন্নয়ন, আনুষঙ্গিক ব্যয়, আসবাবপত্র খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং শিক্ষা সফর, প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি, সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ, প্রোডাকটিভিটি ল্যাবরেটরি খাতে ব্যয় হ্রাস করে প্রকল্পের টিপিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত টিপিপি ২৬৯.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯.৫০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য- GIZ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯/০৬/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৪-২০১৫	১৪৯.০০	-	১৪৯.০০	-	১৪৯.০০	-	১৪৯.০০
২০১৫-২০১৬	১২০.৫০	১৯.৫০	১০১.০০	১৯.৫০	৭৯.৫৪	১৫.৫৪	৬৪.০০
মোটঃ	২৬৯.৫০	১৯.৫০	২৫০.০০	১৯.৫০	২২৮.৫৪	১৫.৫৪	২১৩.০০

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

বেগম ইউরিদা সাইদ, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নঃ

১৩.১ লোকাল ট্রেনিং প্রোভাইডার প্রকল্পের আওতায় ১টি লোকাল ট্রেনিং প্রোভাইডারের জন্য আরটিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.২ অপারেশনাল কস্টঃ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার জিরানী ও দিনাজপুরের বাঁশেরহাট একাডেমীর জন্য অপারেশনাল কস্ট বাবদ আরটিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৩ জ্বালানী কাঠসহ খাদ্য ব্যয়ঃ প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার বাঁশেরহাট কেন্দ্রের জন্য জ্বালানী কাঠসহ খাদ্য ব্যয় বাবদ আরটিপিপিতে ১৮.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৪.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৪ আসবাবপত্র ক্রয়ঃ জিরানী একাডেমী ও দিনাজপুর একাডেমীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা আরটিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ২.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান কর্তৃক ০৭/১২/২০১৬ তারিখে গাজীপুর সদর উপজেলার জিরানীতে শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ট্রেড প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ

বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ

১৪.১ এ প্রকল্পের আওতায় শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীতে GIZ এবং ঢাকা আহসানিয়া মিশন-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঢাকা আহসানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় Human Resources Management, Recruitment and Service Rules, Compensation and Reward, Leadership and Team Building ইত্যাদি বিষয়ে মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প থেকে ২ বছরে ২ মাস মেয়াদী জিরানীস্থ প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ৯০০ জন এবং দিনাজপুর কেন্দ্রে ৬০০ জন নারী গার্মেন্টস শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তন্মধ্যে ১৩০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। এসব প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৯২৪ জন চাকুরি পেয়েছেন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন। GIZ কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন গার্মেন্টস-এ চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্প থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিভিন্ন ট্রেডের উপর আলাদা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সুপারভাইজারদের আলাদা প্রশিক্ষণ, চাকুরির অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষিত নারী শ্রমিকদের আলাদা প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যাতে তারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গার্মেন্টস-এ বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

সেলাই প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীগণ

মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ

১৪.২ প্রকল্পের আরটিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্যের অর্থে শিক্ষা সফর, প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি ও প্রোডাকটিভিটি ল্যাবরেটরী স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। এ ৩টি খাতে যথাক্রমেঃ শিক্ষা সফর বাবদ ৭.০০ লক্ষ টাকা; প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রোডাকটিভিটি ল্যাবরেটরী বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ ৩টি অঙ্গের ২৭.০০ লক্ষ টাকা দিয়ে কোন কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। পিসিআর-এ শুধু প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি খাতে ০.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং প্রকল্প সাহায্যের অর্থ GIZ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত ৩টি অঙ্গের বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি প্রকল্প পরিচালক অবগত নন। বিষয়টি বিশ্লেষণে মনে হয়েছে GIZ এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে সঠিক সমন্বয়ের অভাব ছিল। তাছাড়া, GIZ কি কাজ করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান ও কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে পরিষ্কারভাবে শেয়ার করতো না বা প্রকল্প পরিচালককে সঠিক ও সময়মতো রিপোর্টিং করতো না।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) কারিগরি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহিলা সুইং অপারেটরকে ফ্লোর ম্যানেজার হিসেবে চাকরি পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যূনতম ২টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;	কারিগরি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহিলা সুইং অপারেটরকে ফ্লোর ম্যানেজার হিসেবে চাকরি পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে Human Resources Management, Recruitment and Service Rules প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়;
খ) উৎপাদন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকদের জন্য (ক) কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপন, স্বাস্থ্যমান; (খ) জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনায় নিরাপত্তা; (গ) শিল্প কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা;	উৎপাদন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকদের জন্য (ক) কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপন, স্বাস্থ্যমান; (খ) জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনায় নিরাপত্তা; (গ) শিল্প কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১৩০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
গ) ন্যূনতম ১৫০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে তারা তাদের আয় ৭৫% বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে।	প্রকল্প থেকে ১৩০৩ জন মহিলাকে সুইং অপারেটিং ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯২৪ জনকে GIZ কর্তৃক বিভিন্ন গার্মেন্টসে চাকুরি সহায়তা করা হয়েছে। এতে তাদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়।

১৬.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও দাতা সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবঃ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (GIZ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট সঠিক ও সময়মতো রিপোর্টিং করতো না বা তাদের মধ্যে কার্যকরি যোগাযোগ/সমন্বয় ছিলনা মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৬.২ শিক্ষা সফর অঙ্গ বাস্তবায়ন না করা: আরটিপিপিতে শিক্ষা সফর অঙ্গে ৭.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য) সংস্থান ছিল। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ও GIZ-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে সার্কভুক্ত দেশে ১০ জন কর্মকর্তার জন্য শিক্ষা সফরের কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে শিক্ষা সফর বাস্তবায়ন করা হয়নি ও অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৬.৩ অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় না করা: প্রকল্পের আওতায় আরটিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২২টি অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। এ অর্থ দিয়ে ৩টি ল্যাপটপ, ১৪টি ডেস্কটপ, ২টি প্রিন্টার (স্ক্যানারসহ), ১টি ফটোকপিয়ার, ২টি মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় করার কথা। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে এসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি, শুধু ০.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলে একাডেমীর দাপ্তরিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নে সহায়ক হত।

১৬.৪ প্রোডাকটিভিটি ল্যাবরেটরী স্থাপন না করা: প্রকল্পের আওতায় আরটিপিপি সংস্থান অনুযায়ী গাজীপুর ও দিনাজপুর একাডেমীতে ২টি প্রোডাকটিভিটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করার সংস্থান ছিল। এ খাতে আরটিপিপিতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ধরা ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রোডাকটিভিটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়নি।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে কার্যকরি সমন্বয়/যোগাযোগ ছিল না। সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ করে ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সঠিক ও সময়ানুগ রিপোর্টিং করতো না। ভবিষ্যতে এ ধরনের উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগীতায় কোন প্রকল্প গ্রহণ করলে প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে দায়-দায়িত্ব উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে এবং প্রকল্প দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রকল্প অনুমোদন/বাস্তবায়ন করতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা সফর, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রোডাকটিভিটি ল্যাব স্থাপন কাজ না করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

১৭.৩ অনুচ্ছেদ ১৭.১ ও ১৭.২ এর প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (সংশোধিত)
-শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : **<u>২৬টি জেলায় ৪৬টি কেন্দ্রঃ</u>** ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, কিশোরগঞ্জ (ভৈরব), টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, ফরিদপুর, জামালপুর, নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার জেলা সদর

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় মহিলা সংস্থা

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৮৮১.৯৬ ১৮৮১.৯৬ (-)	১৮৮০.০০ ১৮৮০.০০ (-)	১৭০৩.৭৮ ১৭০৩.৭৮ (-)	অক্টোবর, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩	অক্টোবর, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৫	অক্টোবর, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৫	--	২ বছর (৪০%)

৫.০ <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অং	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্তপ্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৪৬৪.৬২	৪৯	৪৩৩.৩৭	৪৯
২।	সংস্থাপন ব্যয়	সংখ্যা	৩৩২.৮০	৬১	৩২১.২৮	৬১
৩।	প্রশিক্ষণ ভাতা	সংখ্যা	৫৩৮.২২	২৫৭২০	৪৭৮.৪৮	২২৪২৫
৪।	প্রশিক্ষণ ও বিক্রয় কেন্দ্র ভাড়া	সংখ্যা	২২২.০০	৪৭	২১১.৮৯	৪৭
৫।	প্রশিক্ষণ উপকরণ	সংখ্যা	১৫২.১০	৪৬	১০৮.৯৯	৪৬
৬।	যাতায়াত/দৈনিক ভাতা	থোক	৯.৭৬	থোক	৯.৭৬	থোক
৭।	পোস্টেজ	থোক	২.০০	থোক	১.৮৬	থোক
৮।	টেলিফোন বিল	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক
৯।	প্রধান কার্যালয়ের জন্য বিদ্যুৎ বিল	থোক	৭.৫০	থোক	৭.৫০	থোক
১০।	সিএনজি/জ্বালানী (১টি মাইক্রোবাস)	থোক	১২.৮০	থোক	১২.৭৯	থোক
১১।	প্রকাশনা, প্রিন্টিং	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	থোক
১২।	ষ্টেশনারী	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	থোক
১৩।	টিওটি প্রশিক্ষণ	থোক	৩.৫০	৪	৩.১৫	৪
১৪।	ফলোআপ প্রশিক্ষণ	থোক	৪.০০	৪	৩.৯৯	৪
১৫।	ক্লিনিং এক্সেসরিজ ও ক্লিনার	সংখ্যা	১০.০০	১৫০	৯.৬০	১৫০
১৬।	বিভিন্ন সভার সম্মানী	থোক	৫.৪০	থোক	৫.৪০	থোক
১৭।	মেলা, ডকুমেন্টস	থোক	৩.৫০	থোক	২.৯২	থোক
১৮।	মার্কেটিং আউটলেট	থোক	৫.৮০	থোক	৫.৩৮	থোক

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্তপ্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১৯	বিবিধ	থোক	৯.৮০	থোক	৯.৭৭	থোক
২০।	মেরামত/ সংরক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
২১।	কন্টিনজেন্সী	থোক	৩.২০	থোক	৩.২০	থোক
২২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩৩.০০	৭২৪	২৯.১৫	৬৮৮
২৩।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৫.০০	৮৪৫	২০.৬০	৭১৫
	মোটঃ	-	**১৮৮০.০০**		**১৭০৩.৭৮**	-

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ**অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৭.১ পটভূমি:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। ২০০১ সালে প্রকাশিত আদমশুমারী প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৬-৪৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা হলো ২৭.৩৬%। তন্মধ্যে ১৩.৫০% হলো নারী। তবে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকল স্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ এখনো আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে উপনীত হয়নি। কারণ, নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি, ধর্মীয় আচরণ/নিয়মাচার। তারপরও কিছু কিছু নারী স্বীয় চেষ্টায় সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ, মূলধন সহায়তা, কর্মপরিবেশ দেয়া সম্ভব হলে নারীরাও বিভিন্ন পেশায় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারে। নারী উদ্যোক্তাদের কর্মকান্ডকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে টেকসই করার লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে নগর ভিত্তিক মহিলাদের উন্নয়নে ১৯৯৩ হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৩টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য তারই ধারাবাহিকতায় শহরের প্রান্তিক মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্ত “নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) দারিদ্র বিমোচন এবং দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের স্বাবলম্বী করা;
খ) ঘরে দ্রব্যাদি তৈরিতে অভ্যস্থ মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও কর্মক্ষম করে তোলা;
গ) মহিলাদের কর্মতৎপর করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি;
ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার, দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন করা;
চ) প্রশিক্ষিত মহিলাদের তৈরি দ্রব্যাদির বাজার সুবিধা সৃজন;
ছ) ফলোআপ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান/কর্মসংস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ
সকল বিভাগে ৪৬টি বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্য মে ২৫৭২০ জন অনগ্রসর, দরিদ্র, বিত্তহীন, বেকার মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষিত মহিলাদের ঋণ/আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আত্ম-কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:

প্রকল্পটির উপর গত ০৯/০৭/২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৮৮১.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক গত ০৮/১১/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৮.১ **প্রকল্প সংশোধন:** প্রকল্পটি যদিও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। কিন্তু জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং জুন, ২০০৮-এ সমাপ্ত "নগরভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করার কারণে নির্ধারিত সময়ে চলমান এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পূর্ণাঙ্গরূপে শুরু করা যায়নি। এ রীট পিটিশনের কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২ বছর পিছিয়ে পড়ে। এ কারণে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার জন্য মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া জাতীয় পে কমিশন ২০০৯, অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভাড়া বৃদ্ধি, পূর্ববর্তী প্রকল্পের দক্ষ ও অভিজ্ঞদের এ প্রকল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স ও অভিজ্ঞতা হ্রাস, দৈনিক/খন্ডকালীন প্রশিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির সংস্থান রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এসব কারণে প্রকল্পটির মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে মোট ১৮৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত বয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় এবং ০৮/০৫/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, উপ-সচিব	২৭/০২/২০০৯	০৪/০/২০১৫
০২	মিসেস নুরুন নাহার হেনা, উপ-সচিব	০৫/০২/২০১৫	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

১০.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

(ক) ২৬টি জেলায় মোট ১০টি ট্রেডের জন্য ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
(খ) ১০টি ট্রেডে মোট ২৫৭২০ জন দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের চার মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
(গ) প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে র মোট ১১০টি পদে জনবল নিয়োগ;
(ঘ) ৪৬টি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং কাঁচামাল সংগ্রহ;
(ঙ) বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
(চ) প্রশিক্ষক ও ক্রেডিট সুপারভাইজারদের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT); এবং
(ছ) প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী মহিলাদের জন্য ফলো-আপ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।

১১.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	১২.০০	১২.০০	-	১২.০০	৪.৮৬	৪.৮৬	-
২০০৯-২০১০	১০১.৫০	১০১.৫০	-	১০১.৫০	৯৭.৭৪	৯৭.৭৪	-
২০১০-২০১১	১৮৯.০০	১৮৯.০০	-	১৮৯.০০	১২৮.৬৫	১২৮.৬৫	-
২০১১-২০১২	১৩২.০০	১৩২.০০	-	১৩২.০০	১২৪.৬২	১২৪.৬২	-
২০১২-২০১৩	৩১৫.০০	৩১৫.০০	-	৩১৫.০০	৩১৪.৮৯	৩১৪.৮৯	-
২০১৩-২০১৪	৪১০.০০	৪১০.০০	-	৪১০.০০	৪০৯.১৬	৪০৯.১৬	-
২০১৪-২০১৫	৪৪৬.০০	৪৪৬.০০	-	৪৪৬.০০	৪৪৪.৩৮	৪৪৪.৩৮	-
২০১৫-২০১৬	১৯৮.০০	১৯৮.০০	-	১৯৮.০০	১৭৯.৪৮	১৭৯.৪৮	-
মোট:	**১৮০৩.৫০**	**১৮০৩.৫০**	-	**১৮০৩.৫০**	**১৭০৩.৭৮**	**১৭০৩.৭৮**	-

১২.০ প্রকল্পটির মূল্যায়ন পদ্ধতি: যেহেতু প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে - মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। কাজেই প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে:

মূল্যায়নের মাপকাঠি	বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(ক) ৪৬টি কেন্দ্রে ১০টি ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ।	• ময়মনসিংহ, জামালপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) জেলা ও ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য।
(খ) ট্রেড ভিত্তিক কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের	• প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রান্তিক মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;

মূল্যায়নের মাপকাঠি	বিবেচ্য বিষয়সমূহ
সাথে আলোচনা।	• প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ, কক্সবাজার, শ্যামলী, মিরপুর, বাসাবো, গাজীপুর কেন্দ্রের চলমান কাজ সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন; • প্রকল্প বাস্তবায়নকালে আইএমইডি কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক দ্বারা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ২৬টি কেন্দ্র পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা; • মালামাল ক্রয়ের দরপত্র সংক্রা ন্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা।
(গ) প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ।	• অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা; • প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা।

১৩.০ প্রকল্পের কয়েকটি প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা:** প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপিতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক সহ (প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে) মোট ১১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান ছিল। অনুমোদিত আরডিপিপি 'তে এ বাবদ ৭৯৭.৪২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৭৫৪.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জনবলের পরিসংখ্যান অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হলঃ

ক্রঃনং	আরডিপিপি অনুযায়ী পদের নাম	প্রকল্পের নিয়োজিত জনবল সংখ্যা
১	প্রকল্প পরিচালক	১
২	সহকারী পরিচালক	১
৩	ক্রেডিট কর্মকর্তা	১
৪	ট্রেড প্রশিক্ষক	৪৬
৫	ক্রেডিট সুপারভাইজার	৯
৬	বিক্রয় সহকারী	১
৭	কম্পিউটার অপারেটর	১
৮	হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার	১
৯	ষ্টোর কিপার কাম অফিস সহকারী	১
১০	গাড়ী চালক	১
১১	এমএলএসএস	৪৭
মোটঃ		১১০

১৩.২ **প্রশিক্ষণ ভাতা:** প্রকল্পের আওতায় ৪৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫৭২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ অনুমোদিত আরডিপিপি সংস্থানকৃত ৫৩৮.২২ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৪৭৮.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি ট্রেডের উপর মোট ২২৪২৫ জন প্রান্তিক নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ৩২৯৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কারণ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে পূর্ব প্রকল্পের ১৭ জন তাদের চাকরি এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত মহামান্য হাইকোর্টে রীট দায়ের করে। রীট চলমানা থাকায় ৩৩টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ চালু করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রশিক্ষণ শুরু হবার পর কিছু কিছু প্রশিক্ষণার্থী পারিবারিক সমস্যার কারণে প্রশিক্ষণ ছেড়ে চলে যাওয়ার দরূণ প্রশিক্ষণ কা র্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	প্রশিক্ষণ না পাওয়া
১	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৯২৩০	৮৪৩৫	৭৯৫

ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	প্রশিক্ষণ না পাওয়া
২	সাবান ও মোমবাতি	৪৮২০	৩৯৫০	৮৭০
৩	ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্ট	৪৫৩০	৪০৭১	৪৫৯
৪	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	১৭২০	১৪৮১	২৩৯
৫	নকশি কাঁথা ও কাটিং	১৪৪০	১১৭৪	২৬৬
৬	বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং	৯৪০	৭৭৬	১৬৪
৭	চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি	৯৪০	৭৯৬	১৪৪
৮	পোল্ট্রি উন্নয়ন	১২৬০	১০৭৬	১৮৪
৯	হাউজ কিপিং	৪০০	৩১৮	৮২
১০	মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৪০	৩৪৮	৯২
	মোটঃ	**২৫৭২০**	**২২৪২৫**	**৩২৯৫**

১৩.৩ **মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি:** প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ও ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য সেলাই মেশিন, এমব্রয়ডারী মেশিন, ফ্রিজ, পেপার কাটিং মেশিন, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, মোমবাতি ডাইস, মাইক্রো ওভেন, ব্লেন্ডার, স্যান্ডুস মেশিন, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে সংস্থানকৃত ৩৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৯.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৪ **আসবাবপত্র:** অনুমোদিত আরডিপিপি'তে আসবাবপত্র খাতে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২০.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এসব আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে- কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, স্টিলের আলমিরা, স্টিলের ফাইল কেবিনেট, স্টিল রেক, স্টিল চেয়ার, সেলস ও ডিসপ্লে সেন্টারের ডেকোরেশন ইত্যাদি আরও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। এসব আসবাবপত্র প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প প্রধান কার্যালয় ও ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে এগুলো জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে জেলা পর্যায়ের আসবাবপত্র জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলায় কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৩.৫ **প্রশিক্ষণ উপাদান ক্রয়:** ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাঁচামাল যেমন - সেলাই-এর জন্য কাপড়, সূই-সুতা, মোম, চামড়া, পোলট্রি সামগ্রী, সেলাই কাপড়, ব্লক-বাটিক, স্ক্রীণ প্রিন্ট সামগ্রী, বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং সামগ্রী ইত্যাদি করা হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি'তে প্রশিক্ষণ উপাদান ক্রয় বাবদ ১৫২.১০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১০৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৬ **বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রঃ** জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে ঢাকায় মগবাজারে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হতে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত মালামাল বিক্রয় করা হত। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে- থ্রী পিস, সালোয়ার, কামিজ, ফতুয়া, শাড়ি, বেড কভার, নকশী কাঁথা, কুশন কভার, বাটিক চাদর, আচার, জেলি, চানাচুর, মোমবাতি, সাবান, শাড়ির বক্স, জুতার বক্স, জুয়েলারি বক্স, চামড়ার ব্যাগ, পার্টস, চাবির রিং, মোমের শো-পিস ইত্যাদি দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হত। এসব দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ মোট ৩৯,৭৯,৭৯০/- টাকা প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ০৮/০১/২০১৬ তারিখে ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলা, ২০/০১/২০১৬ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, ২১/০১/২০১৬ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা কেন্দ্রের ট্রেড প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন, পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১৪.১ **ময়মনসিংহ কেন্দ্রঃ** ময়মনসিংহ কেন্দ্রে ট্রেড প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানা ২০০৯ সালে এ কেন্দ্রে যোগদান করে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রতিদিন ২ শিফটে (২০/২৫ জন করে প্রতি শিফট) ১৭টি ব্যাচে মোট ৭১০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ১৪টি ব্যাচ এবং প্রতি ব্যাচে ৫০ জন ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ট্রেডে সপ্তাহে ৫ দিন করে

মোট ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্র দান করা হয়। তবে সপ্তাহে ১ দিন প্রশিক্ষ ণের বাহিরে সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে আলোচনা হতো। তারা জানান, প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেদের পরিবারের জামা-কাপড় সেলাই করতে পারছেন। এছাড়া বর্তমানে তারা এককভাবে ও কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে বিভিন্ন দোকান থেকে মহিলাদের জামা -কাপড় সেলাই-এর অর্ডার পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পূর্বের তুলনায় আর্থিকভাবে কিছুটা স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারছেন। আলোচনার সময় তারা আরও জানান, প্রশিক্ষণ সময়কাল ৪ মাসের স্থলে ৬ মাস করলে ভাল হতো, কারিগরি বোর্ডের সনদপত্র পেলে ভাল হতো। তাছাড়া প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করলে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেত। মালামাল জাতীয় মহিলা সংস্থা, ময়মনসিংহ অফিসের নিকট ০১/১১/২০১৫ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ময়মনসিংহ জেলা কেন্দ্রে প্রকল্প থেকে সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তালিকা সংযোজনী-১ এ প্রদত্ত হল।

চিত্র-১: জাতীয় মহিলা সংস্থা, ময়মনসিংহ-এ জমাকৃত সেলাই মেশিন ও আসবাবপত্র

চিত্র-২: ময়মনসিংহ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরিকৃত বিভিন্ন পণ্য

১৪.২ <u>জামালপুর কেন্দ্রঃ</u>

জামালপুর কেন্দ্র চালু করা হয় ২০১২ সালের আগস্ট মাসে। এ কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রতিদিন ২ শিফটে (২০/২৫ জন করে প্রতি শিফট) ৯টি ব্যাচে মোট ৪১০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ৪টি ব্যাচ এবং প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ট্রেডে সপ্তাহে ৫ দিন করে মোট ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেলাই প্রশিক্ষণ ছাড়াও মাঝে মাঝে সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে আলোচনা করা হতো। তারা জানান , প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেদের পরিবারের জামা -কাপড় সেলাই করতে পারছেন। এছাড়া বর্তমানে তারা এককভাবে ও কয়েকজন প্র শিক্ষণার্থী একত্রে বিভিন্ন দোকান থেকে মহিলাদের জামা -কাপড় সেলাই-এর অর্ডার পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পূর্বের তুলনায় আর্থিকভাবে কিছুটা স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারছেন। আলোচনার সময় তারা আরও জানান , প্রশিক্ষণ সময়কাল ৪ মাসের স্থলে ৬ মাস করলে ভাল

হতো, কারিগরি বোর্ডের সনদপত্র পেলে ভাল হতো। তাছাড়া প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করলে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেত। প্রশিক্ষণকালীন সেলাই মেশিন কম থাকায় ২ জনে একটি সেলাই মেশিন ব্যবহার করতেন। এ কেন্দ্রে ১টি এমব্রয়ডারী মেশিন ছিল। ট্রেড প্রশিক্ষক জানান, ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণের সময় মাঝখানে ১টি পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে ১টি পরীক্ষা নেয়া হত। মালামাল জাতীয় মহিলা সংস্থা , জামালপুর অফিসের নিকট ৩০/০৯/২০১৫ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিত্র-৩: ময়মনসিংহ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী

চিত্র-৪: জামালপুর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী

চিত্র-৪: জামালপুর কেন্দ্রে সংরক্ষিত সেলাই মেশিন ও আসবাবপত্র

চিত্র-৪: ঢাকার সূত্রাপুর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরিকৃত সবজি আচার ও কেক

১৪.৩ ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ঃ

ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শনকালে রামপুরা কেন্দ্রের চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি প্রশিক্ষণার্থী , বাসাবো কেন্দ্রের সাবান ও মোমবাতি তৈরি প্রশিক্ষণার্থী ও সূত্রাপু র কেন্দ্রের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে পারছেন। তাদের তৈরি মালামাল নিজেদের ব্যবহার ছাড়াও দোকান ও বাজারে বিক্রি করছেন। তারা নিজেরা আত্ম - কর্মসংস্থানমূলক কাজ করতে পারছেন। মালামাল বিক্রির টাকা দিয়ে তারা পূর্বের তুলনায় অনেক স্বাবলম্বী হয়েছেন।

চিত্র-৫: ঢাকার রামপুরাস্থ চামড়াজাত দ্রব্য কেন্দ্রের তৈরিকৃত বিভিন্ন উপকরণ

চিত্র-৫: ঢাকার বাসাবো কেন্দ্রের সাবান ও মোমবাতি তৈরিকৃত বিভিন্ন উপকরণ

১৪.৪ **<u>ব্রাহ্মণবাড়িয়া কেন্দ্রঃ</u>**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কেন্দ্রে ট্রেড প্রশিক্ষক বেবী সালমা প্রকল্পে ২০১২ সালে যোগদান করে প্রথমে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। এ কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট ট্রেড প্র শিক্ষণ চালু করা হয়। প্রতিদিন ২ শিফটে (২০/২৫ জন করে প্রতি শিফট) ৮টি ব্যাচে মোট ৩৫০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ৫টি ব্যাচ এবং প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ট্রেডে সপ্তাহে ৫ দিন করে মোট ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ জানান, প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেদের পরিবারের জামা -কাপড়ে ব্লক করা, বাটিকের কাজ করতে পারছেন। ব্লক বাটিকের কাজ দোকান থেকে অর্ডার নিয়ে থাকেন এবং উৎপাদিত জামা-কাপড় বিক্রি করে থাকেন।

চিত্র-৫: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ

চিত্র-৫: কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) জেলায় সেলাই ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৪.৫ **<u>কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) কেন্দ্রঃ</u>**

ভৈরব উপজেলা কেন্দ্রে ট্রেড প্রশিক্ষক আজিজা বেগম প্রকল্পে যোগদান করে প্রথমে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। এ কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রতিদিন ২ শিফটে (২০/২৫ জন করে প্রতি শিফট) ৯টি ব্যাচে মোট ৩৯০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ৩টি ব্যাচ এবং প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ট্রেডে সপ্তাহে ৫ দিন করে মোট ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ জানান , প্রকল্পের আওতায় এ কে ন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেদের পরিবারের জামা -কাপড়ে ব্লক করা , বাটিকের কাজ করতে পারছেন। ব্লক বাটিকের কাজ দোকান থেকে অর্ডার নিয়ে থাকেন এবং উৎপাদিত জামা -কাপড় বিক্রি করে থাকেন। এতে তারা নিজেদেরকে কিভাবে কর্মমুখী করা যায়, সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব নারীরা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছেন বলে পরিদর্শনকালে জানান।

১৫.০ <u>প্রকল্পের ?????ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে)</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) দারিদ্র বিমোচন এবং দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের স্বাবলম্বী করা;	প্রকল্প থেকে দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের বিভিন্ন হাতের কাজের বিভিন্ন ট্রেডের উপর ২২৪২৫ জন দরিদ্র মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ফলে তারা নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারে; মামলাজনিত কারণে সবগুলো কেন্দ্রে প্রকল্পের শুরু থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি বিধায় ৩২৯৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
খ) ঘরে দ্রব্যাদি তৈরিতে অভ্যস্থ মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও কর্মক্ষম করে তোলা;	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা ঘরে দ্রব্যাদি তৈরি করে তা বিক্রি করছে এবং আশে -পাশের দোকান ও বাণিজ্যি ক প্রতিষ্ঠান থেকে মালামাল তৈরির চাহিদা পাচ্ছে;
গ) মহিলাদের কর্মতৎপর করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;	প্রকল্প থেকে ১০টি ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে মহিলাদের মধ্যে নিজেদের স্বাবলম্বী করার জন্য আগ্রহ ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঘ) উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি;	প্রদানের ফলে মহিলারা উৎপাদনমুখী কার্যক্রম করছে , এতে নিজেদের পরিবার, সমাজ ও জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে;
ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার, দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন করা;	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে নিজেদেরকে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করতে পেরেছে। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের পরিবার ও সমাজে নিজেদের ক্ষমতায়ন , দায়িত্ব পালন এবং অধিকাংশে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
চ) প্রশিক্ষিত মহিলাদের তৈরি দ্রব্যাদির বাজার সুবিধা সৃজন;	প্রশিক্ষিত মহিলাদের তৈরিকৃত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধার্থে ঢাকায় আনারকলি সুপার মার্কেটে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
ছ) ফলোআপ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান/ কর্মসংস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মহিলারা কি কাজ করছে বা আত্ম -কর্মসংস্থানে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে কি-না প্রকল্প চলাকালীন সময়ে তা ফলো-আপ করা হয়েছে।

১৬.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ</u>প্রযোজ্য নয়।

১৭.০ <u>প্রকল্প সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:</u>

(ক) <u>প্রকল্পের অর্জনঃ</u>

১৭.১ **<u>নারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়াঃ</u>**

নগর ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন (১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়) কার্যক্রম জুলাই ১৯৯৩ হতে ২০০৮ পর্যন্ত এবং নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন অক্টোবর ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ ২৬টি জেলার ৪৬টি কেন্দ্রে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। জেলা শহরের গরীব, দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, বিত্তহীন মহিলাদের মধ্য থেকে ১০টি ট্রেডে ২২৪২৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ৪৬টি কেন্দ্রে ৪৬ জন প্রশিক্ষকসহ মোট ১১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ২২৪২৫ জন মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে এসব মহিলারা অধিকাংশ বেকার, গৃহিনী ছিলেন। প্রকল্প থেকে প্রান্তিক মহিলারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। নিজেরা এককভাবে অথবা যৌথভাবে আত্ম-কর্মে নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন করছেন। প্রশিক্ষণের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছেন। নিজেদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারছেন। তবে অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী ক্রয় করতে না পারায় প্রকল্প থেকে গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না মর্মে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানান। প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ, দরিদ্র, বিত্তহীন, অনগ্রসর মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ প্রদানপূর্বক তাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থান ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষিত মহিলারা নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করছে। সমাজে এ জাতীয় মহিলাদের উন্নয়নে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি/দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা অথবা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজন মর্মে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণ জানিয়েছেন।

(খ) <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৭.২ **<u>প্রকল্পের মালামাল রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যাঃ</u>** প্রকল্প সমাপ্তিতে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, প্রকল্পের মালামাল ও আসবাবপত্র জাতীয় মহিলা সংস্থার সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা অফিসগুলোতে ভাড়া বাড়ি হওয়ায় স্থান সংকুলানের অভাবে মালামালগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। মালামালগুলো এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ট্রেড ভিত্তিক মূল্যবান প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র নষ্ট বা চুরি হতে পারে;

১৭.৩ **<u>প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ভাতাঃ</u>**প্রকল্পের আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্র শিক্ষণার্থীদেরকে দৈনিক ৩০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানান, তারা প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ দৈনিক যে টাকা পেতেন, তাদের যাতায়াতে এর চেয়ে বেশি টাকা খরচ হতো। বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী এ অর্থ খুবই কম ছিল। প্রশিক্ষণ ভাতা বেশি হলে তাদের কিছু উপকার হতো;

১৭.৪ **প্রশিক্ষণার্থীদের ঋণপ্রদান ও ফলোআপ করতে না পারাঃ**প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীগণ যাতে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম শুরু করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে প্রকল্প থেকে কোন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে অনেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরও অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে না পারায় আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড বা Income Generating Activity শুরু করতে পারে নি। এতে তাদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানও কাজে লাগাতে পারছে না; এবং

১৭.৫ **প্রকল্প থেকে কেন্দ্রিয়ভাবে কোন ডাটাবেইজ প্রণয়ন না করাঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দেখা যায়, যেসব প্রশিক্ষণার্থী প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও অফিসিয়াল কাগজপত্রাদি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে নেই, তাই প্রশিক্ষণার্থীদের এসব রেজিস্টার পরবর্তীতে পাওয়া দুস্কর। প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি'তে প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য কোন ডাটাবেইজের সংস্থান ছিল না।

১৮.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৮.১ প্রকল্প থেকে প্রান্তিক মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণকে কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে আয় বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রান্তিক মহিলাদের আর্থিক সহায়তা/ঋণ/যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি অধিকতর ফলপ্রসু হতো;

১৮.২ জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা অফিসে রক্ষিত প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৩ পরবর্তীতে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা একজন শ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে;

১৮.৪ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রণয়নকালে ভাড়া বা ড়িতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনে ভেন্যু নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কম থাকবে;

১৮.৫ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক সমাপ্তকৃত এ প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সাফল্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখা অথবা স্থায়ী কোন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। উক্ত প্রকল্প/ কর্মসূচিতে সদ্য সমাপ্তকৃত প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের Performance যাচাই করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব জনবল নিয়োগের সুযোগ রাখা যেতে পারে;

১৮.৬ ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় তথ্য/কার্যক্রমের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, তাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ একটি ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রক্ষিত প্রশিক্ষণার্থীদের ম্যানুয়েল তথ্যগুলো সংগ্রহপূর্বক জাতীয় মহিলা সংস্থা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১৮.৭ ১৮.১ ও ১৮.৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অত্র বিভাগকে অবহিত করবে।

সংযোজনী-১

ময়মনসিংহ জেলায় সেলাই ওএমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যারা পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	বর্তমান পেশা	বর্তমান মাসিক আয়
১	কাজী সুরাইয়া আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
২	বাসন্তি রানী পাল	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-
৩	রুমা আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	এপ্রিল-জুলাই ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২০০০/-
৪	রাবেয়া বোশরী	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৫০০০/-
৫	নাজমা আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৫০০০/-
৬	আমেনা বিনতে আমিন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
৭	লাভলী খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	সেপ্টে-ডিসে ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২০০০/-
৮	খাদিজা আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
৯	মাহমুদা পারভীন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩৫০০/-
১০	শামীমা নাসরিন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-
১১	আয়েশা সিদ্দিকা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২১০০/-

জামালপুর জেলায় সেলাই ওএমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যারা পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	বর্তমান পেশা	বর্তমান মাসিক আয়
১	আঞ্জুমানা বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৪০০০/-
২	রিপা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-
৩	রুমা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২০০০/-
৪	আসমা খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	সেলাই মেশিন না থাকায় কাজ করতে পারছেন না	
৫	মনিষা আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৫০০০/-
৬	ফাতেমা জান্নাত	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
৭	শাহিনা ইয়াসমিন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	সেপ্টে-ডিসে ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	বর্তমান পেশা	বর্তমান মাসিক আয়
৮	কামরুননাহার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
৯	নাজিরাতুন্নেছা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩৫০০/-
১০	শারমিন খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-
১১	ফয়জুন নেছা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩৫০০/-
১২	রাশিদা খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
১৩	মোছাঃ শিমুল আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	নিজেদের জামা-কাপড় অন্যের মেশিনে সেলাই করেন	
১৪	হাফছা খাতুন নিপা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	এপ্রিল-জুলাই ২০১৫	বাসায় অর্ডার নিয়ে নকশী কাঁথার কাজ করেন	৩০০০/-
১৫	পারভীন বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৫০০০/-
১৬	খুরশিদা জাহান	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৪০০০/-
১৭	আলপনা খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
১৮	মরিয়ম বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	সেপ্টে-ডিসে ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২০০০/-
১৯	মোছাঃ ছনিয়া বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩০০০/-
২০	মোছাঃ রাবিয়া খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৩৫০০/-
২১	মোছাঃ মুক্তা মনি	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-
২২	পারুল	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২১০০/-
২৩	রিক্তা আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	মেশিন না থাকায় কাজ করতে পারেন না	
২৪	ছুম্মা খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২৫০০/-
২৫	শরিফা খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	মে-আগস্ট ২০১৪	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	২০০০/-
২৬	রোকসানা বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	জানু-এপ্রিল ২০১৫	দর্জি এবং অর্ডারিং-এর কাজ করেন	৫০০০/-

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্টট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী, যারা পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের ব্যাচ
১	চাঁদনী আক্তার	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৬ষ্ঠ ব্যাচ
২	খন্দকার শিবলী জান্নাত	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৭ম ব্যাচ
৩	মাহবুবা	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৩য় ব্যাচ
৪	সাদিয়া আক্তার জনি	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৮ম ব্যাচ
৫	জান্নাত রেহানা মিতু	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৮ম ব্যাচ
৬	মুসলিমা খাতুন	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৮ম ব্যাচ
৭	কামরুন নাহার	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট	৮ম ব্যাচ

কিশোরগঞ্জ (ভৈরব) জেলায় সেলাই ওএমব্রয়ডারী ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী, যারা পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের ব্যাচ
১	ফাতেমা বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৪র্থ ব্যাচ
২	শামছি বেগম	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৫ম ব্যাচ
৩	খাদিজা আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৫ম ব্যাচ
৪	তামান্না হক শায়লা	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৮ম ব্যাচ
৫	তানিয়া আক্তার	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৯ম ব্যাচ
৬	হাজেরা খাতুন	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৯ম ব্যাচ
৭	স্বপ্না	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৯ম ব্যাচ
৮	শিউলি	সেলাই ও এমব্রয়ডারী	৮ম ব্যাচ

ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়েপরিদর্শনকালে উপস্থিতপ্রশিক্ষণার্থী

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের ব্যাচ
১	সাফিয়া আমিন সুরভী	চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি	৫ম ব্যাচ
২	সবুরা বেগম	চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি	৮ম ব্যাচ
৩	নাহিদা বেগম	চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি	৮ম ব্যাচ
৪	শোভা আক্তার	চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি	৯ম ব্যাচ
৫	মোছাঃ লাইলি	চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি	৫ম ব্যাচ
৬	উম্মে হাবিবা	সাবান ও মোমবাতি তৈরি	১ম ব্যাচ
৭	রাবেয়া আফরোজ	সাবান ও মোমবাতি তৈরি	২য় ব্যাচ
৮	সৈয়দা বাকিরা (লীনা)	সাবান ও মোমবাতি তৈরি	২য় ব্যাচ
৯	ফাহমিদা জাহান	সাবান ও মোমবাতি তৈরি	২য় ব্যাচ
১০	আকলিমা খাতুন	সাবান ও মোমবাতি তৈরি	৭ম ব্যাচ
১১	এলিজা বেগম	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	১৪ ব্যাচ
১২	লাকী বেগম	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	১৫ ব্যাচ
১৩	তাসলিমা রসিদ	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	১৫ ব্যাচ
১৪	জান্নাতুল বাকী	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	১৬ ব্যাচ
১৫	ফাতেমা আক্তার	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	১৬ ব্যাচ

তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন(২য় সংশোধিত) -শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় মহিলা সংস্থা

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : ১৩টি উপজেলায় ১৩টি তথ্য কেন্দ্র: কিশোরগঞ্জ (ভৈরব), গাজীপুর (কালিগঞ্জ), গোপালগঞ্জ (কোটালীপাড়া), কুষ্টিয়া (ভেড়ামারা), বাগেরহাট (মোল্লাহাট), নওগাঁ (পত্নিতলা), খাগড়াছড়ি (মাটিরাঙা), নোয়াখালী (চাটখিল), কুমিল্লা (দেবিদ্বার), বরিশাল (গৌরনদী), পটুয়াখালী (সদর), গাইবান্ধা (গোবিন্দগঞ্জ), মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল) জেলা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১২০২.২৯	১৩২১.৭০	১৩১২.৩২	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেঃ, ২০১৫	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেঃ, ২০১৫	+ ১১০.০২ (৯.১৫%)	১ বছর ৬ মাস (৫০%)

নোটঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০ পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন, জেন্ডার ও ব্যবসা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য কেন্দ্র, কল সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল স্থাপন এবং এ বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি, নারী ও শিশু বিষয়ক তথ্যের (স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশিক্ষণ, আইনি সহায়তা, শিক্ষার সুযোগ, শিশু যত্ন, রান্না-বান্না ইত্যাদি) সমন্বয়ে তথ্য ভান্ডার স্থাপন, মহিলা উদ্যোক্তাসহ অন্যান্যদের জন্য সাম্প্রতিক খবরাখবর, আইন-কানুন, সরকারি নীতি, নারী সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রকাশনাভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল স্থাপন, কেবলমাত্র মহিলা ও শিশুদের সমস্যা সমাধানভিত্তিক কল সেন্টার স্থাপন এবং উপশহর ও গ্রামাঞ্চলের মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি;
(খ) তথ্য প্রযুক্তি এবং এর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;
(গ) মহিলাদের জন্য ১৩টি উপজেলায় ১৩টি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন;
(ঘ) ১৩টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ লক্ষ মহিলাদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ;
(ঙ) মহিলা সম্পর্কিত গবেষণা, প্রকাশনা, আইনগত সাহায্য, সহিংসতার শিকার নারীসহ সরকারি নিয়ম-কানুন, নারী ও শিশু, উদ্যোক্তা, সাম্প্রতিক তথ্য বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং
(চ) শুধু মহিলা এবং শিশুদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কিত একটি কেন্দ্রিয় কল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

- ১৩টি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন;
- প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ;
- প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মোবাইল এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট;
- আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
- সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৫	৮০.৬০	৫	৭৭.৪৫
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৭১	২৫৫.৫০	৭১	২৫৪.৯৬
৩	উৎসব ভাতা	জন	৭৬	২৬.২৪	৭৬	২৫.৫২
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	২৯.০০	থোক	২৮.৯৪
৫	অফিস ভাড়া	সংখ্যা	১৩	২৭.০০	১৩	২৬.৮৩
৬	টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল	থোক	থোক	১৭.৫০	থোক	১৭.৩৪
৭	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ওয়াসা বিল	থোক	থোক	১৫.৭৯	থোক	১৫.৭৯
৮	প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত	থোক	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০
৯	স্টেশনারী	থোক	থোক	১৮.০০	থোক	১৭.৫২
১০	সমন্বিত ডাটাবেইজ তৈরি	থোক	থোক	১৮৫.০০	থোক	১৮৫.০০
১১	অনলাইন উইমেন টিভি	থোক	থোক	২৮.০০	থোক	২৬.৭১
১২	বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৪০.৩৪	থোক	৪০.৩৩
১৩	প্রকল্প কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	জন	৩৬	৪২.৫০	৩৬	৪২.৫০
১৪	স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণ	জন	৬০০০	৪৫.৬৪	৬০০০	৪৫.৬৪
১৫	সেমিনার ও ওয়ার্কশপ	থোক	থোক	৭৮.০০	থোক	৭৮.০০
১৬	গাড়ী ভাড়া	থোক	থোক	৪১.৫০	থোক	৪১.৪৭
১৭	সম্মানী/মিটিং ভাতা	থোক	থোক	২০.১৬	থোক	২০.১০
১৮	ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন	থোক	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০
১৯	কল সেন্টার উন্নয়ন	থোক	থোক	১৩৭.০০	থোক	১৩৪.৬৯
২০	সফটওয়ার উন্নয়ন	থোক	থোক	৭.৫০	থোক	৭.৫০
২১	মোবাইল এপ্লিকেশন উন্নয়ন	থোক	থোক	৮.৫০	থোক	৮.৫০
২২	বিবিধ	থোক	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০
২৩	আসবাবপত্র মেরামত	থোক	থোক	৪.৫০	থোক	৪.১৩
২৪	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৪৪১	৫.০০	৪৪১	৫.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১১৮৩.৭৭**		**১১৭৩.৪২**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৫	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪০৮	১০১.৫০	৪০৮	১০১.৪৬
২৬	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৩৪৩	৩৬.৪৩	৩৪৩	৩৬.৪৩
	উপ-মোট (মূলধন):			**১৩৭.৯৩**		**১৩৭.৯৩**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**১৩২১.৭০**		**১৩১২.৩২**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ**বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদন:** বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি 'র উপর ১৩/১২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের ডিপিপি ১৪/০৬/২০১১ তারিখে ১২০২.২৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০.১ **১ম সংশোধনঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১০/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ১৩২২.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৩/১১/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়:

- ৩টি নতুন তথ্য কেন্দ্র (পটুয়াখালী সদর, শ্রীমঙ্গল, কালিগঞ্জ উপজেলা) প্রতিষ্ঠা করা;
- নতুন ৩টি তথ্য কেন্দ্রে জনবলের সংস্থান করা;
- নোয়াখালীর সেনবাগের পরিবর্তে চাটখিলে তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;
- জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কল সেন্টার স্থাপন করা; এবং
- প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা।

১০.২ **২য় সংশোধনঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি সেবার কাজসমূহ সম্পন্ন না হওয়ায় ৬ মাস প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি, যথাসময়ে জনবল নিয়োগ না হওয়ায় বেতন ভাতা থেকে সরবরাহ সেবায় অর্থ স্থানান্তরজনিত কারণে গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২/০৯/২০১৫ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ১৩২১.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	১৩৫.৭০	১৩৫.৭০	-	১৩৫.৭০	১৩৫.৭০	১৩৫.৭০	-
২০১২-২০১৩	১৯৬.০০	১৯৬.০০	-	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১৯৬.০০	-
২০১৩-২০১৪	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	-
২০১৪-২০১৫	৩৬০.০০	৩৬০.০০	-	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	-
২০১৫-২০১৬	২৩০.০০	২৩০.০০	-	২৩০.০০	২২০.৬২	২২০.৬২	-
মোটঃ	**১৩২১.৭০**	**১৩২১.৭০**	**-**	**১৩২১.৭০**	**১৩১২.৩২**	**১৩১২.৩২**	**-**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর, উপ-সচিব	০১/০৭/২০১১	০৯/০৮/২০১১
০২	জনাব মীনা পারভীন, যুগ্ম-সচিব	১০/০৮/২০১১	৩১/১২/২০১৫

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নঃ

১৩.১ **সমন্বিত ডাটাবেইজ তৈরিঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ওয়েব বেইজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের সাথে তথ্য কেন্দ্রের যোগাযোগ ও কার্যক্রম পরিচালনা এবং মনিটরিং করা হয়। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্রের হাজিরা থেকে শুরু করে সেবা গ্রহীতার তথ্য সংরক্ষণ করা হয়;

১৩.২ **অনলাইন উইমেন টিভিঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ওয়েব পোর্টালে একটি অনলাইন টিভি যোগ করা হয়েছে, ঠিকানাঃ http:womentv.totthoapa.gov.bd এর মাধ্যমে টিভি দেখা যায়। এই টিভিতে যে সকল প্রোগ্রাম প্রচার করা হয় সেগুলোর মূল উপজীব্য হল নারী সংক্রান্ত বিষয়াবলী। তাছাড়া সেখানে রয়েছে একটি ভিডিও এবং স্থিরচিত্রের সংগ্রহশালা। উইমেন টিভি প্রস্তুত বাবদ ২৮.০০ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ২৬.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৩ **প্রকল্প কর্মচারীদের প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত ১৩টি তথ্য কেন্দ্রের ৩৬ জনবলের অফিস ব্যবস্থাপনা, আইটি এবং প্রকল্পের তথ্য সেবা সম্পর্কে ২ মাসের এবং ১০ দিন করে ২০ দিনের আবাসিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৪২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৪ **আসবাবপত্র ক্রয়ঃ** প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়সহ ১৩টি তথ্য কেন্দ্রে দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য ৩৪৩টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩৬.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৫ **স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ১৩টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় ২ লক্ষ মহিলাকে উঠান বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জেন্ডার, আইনি পরামর্শ ও ব্যবসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ৪৫.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৬ **সেমিনার ও ওয়ার্কশপঃ** প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় ৪টি স্থানে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজ ন করা হয়েছে। এছাড়া ১৩টি জেলায় ডিজিটাল মেলায় প্রকল্প থেকে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী এ খাতে ৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৭ **ওয়েব পোর্টালঃ** ওয়েব পোর্টালে নারী সম্পর্কিত নানা ঘটনা, বিষয়াবলী, নারী-নীতি এবং নারীকেন্দ্রিক তথ্য প্রবাহ এ ওয়েব পোর্টালের মূখ্য বিষয়। বাংলা ও ইংরেজিতে ওয়েব পোর্টাল তৈরি, ব্লগিং এবং অন্যান্য অনলাইন সেবা প্রদান করা হচ্ছে এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে। ওয়েব পোর্টাল তৈরি বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের ঠিকানাঃ www.totthoapa.gov.bd

১৩.৮ **অফিস যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয়সহ ১৩টি তথ্য কেন্দ্রে অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ১০১.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১০১.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৯ **মোবাইল ফোন এপ্লিকেশনঃ** স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত বিপদে আক্রান্ত মহিলাদের তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য সে সকল সুবিধা মোবাইলে রাখা হয়েছে তা নারীদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য তথ্য আপা মোবাইল এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান কর্তৃক ১০ /০১/১৭ তারিখে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় এবং ২৬/০১/১৭ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের ওয়েব এডমিনিস্ট্রেটর ও সংশ্লিষ্ট জেলার জুনিয়র তথ্য সহকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

(ক) গাইবান্ধা জেলাঃ

১৪.১ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কুঠিবাড়ীস্থ উপজেলা চেয়ারম্যান কোয়ার্টার বিল্ডিং-এ তথ্য কেন্দ্রটি অবস্থিত। গ্রামীণ মহিলাদের তথ্য প্রাপ্তি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি অন্যতম উৎস। এ তথ্য কেন্দ্রটি উপজেলা পরিষদের মধ্যে অবস্থিত এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তথ্য কেন্দ্রটিতে সেবা গ্রহীতাদের যাতায়াত অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা চেয়ারম্যান এবং তথ্য কেন্দ্রে কর্মরত জুনিয়র তথ্য সহকারীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ তথ্য কেন্দ্রে মোট সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ২৪১১৯ জন। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত এ কেন্দ্রের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে ২৩৫৯ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেছেন। উঠান বৈঠকে সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। উপকারভোগীরা জানান, উঠান বৈঠকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও বিভিন্ন আইনি সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে উপজেলার বিশেষজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ তথ্য কেন্দ্রে জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা চেয়ারম্যান ও জুনিয়র তথ্য সহকারীগণ

গোবিন্দগঞ্জ তথ্য কেন্দ্রে সেবা গ্রহীতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

উঠান বৈঠকে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ মহিলারা তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল সেবা পেয়েছেন সে সমস্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাগণ নিজেরা তাদের অভিজ্ঞতা ও উপকারিতার বিষয়ে উল্লেখ করেন। তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিগত সেবা তাদের জীবনের সমস্যা দ্রুত সমাধানে সাহায্য করেছে বলে উল্লেখ করেন। তথ্য কেন্দ্রে বিভিন্ন রেজিষ্ট্রারে সেবা গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা সংরক্ষিত রয়েছে। তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম প্রকল্পের মূল অফিসের নির্দেশনা মত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথ্য আপা প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করেন এবং তৃণমূল মহিলাদের দোর গোড়ায় তথ্য সেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য বলে মত পোষণ করেন।

(খ) <u>মৌলভীবাজার জেলাঃ</u>

১৪.২ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ১৬/১ শ্যামলী আবাসিক এলাকায় তথ্য কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ কেন্দ্রে জুনিয়র তথ্য সহকারী ২ জন, অফিস সহায়ক -১ জন ও নৈশ প্রহরী -১ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান , তারা কেউ গৃহিনী , কেউ ছাত্রী, কেউ চাকরিরত রয়েছেন। এ তথ্য কেন্দ্র থেকে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উঠান বৈঠক হয়েছে। কেন্দ্রের সেবা সম্পর্কে যথা - প্রেসার মাপা, ওজন মাপা, ডায়াবেটিক পরীক্ষা , ইন্টারন্টে, ইমেইল, অন লাইনে চাকুরীর ফরম পূরণ , ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে উঠান বৈঠকে মহিলাদের ধারণা প্রদান করা হত। তারা আরও জানান , এ কেন্দ্রে আগত ছাত্রীরা ও পেশাজীবি নারীরা বিনা পয়সায় অন লাইনের মাধ্যমে চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেখা, চাকুরীর ফরম পূরণ, স্কুল-কলেজের ভর্তি ফরম পূরণ, ইন্টারনেট, ইমেইল ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছেন।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল তথ্য কেন্দ্র

শ্রীমঙ্গল তথ্য কেন্দ্রে জুনিয়র তথ্য সহকারী ও সেবা গ্রহীতাগণ

১৪.৩ **তথ্য ভান্ডারঃ** এটি তথ্য সমৃদ্ধ একটি ভান্ডার বিশেষ। এ তথ্য ভান্ডারে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার, আইনি সহায়তা এবং ব্যবসাসহ মহিলাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। তথ্য ভান্ডারের ওয়েব ঠিকানাঃ http:info.totthoapa.gov.bd তথ্য ভান্ডারে টেক্সুয়াল, অডিও, ভিডিও এবং এ্যানিমেশনসহ চার ধরনের কন্টেন্ট রয়েছে। গ্রামীণ ও উপশহরাঞ্চলের মহিলারাই এই তথ্য ভান্ডারের প্রধান সুবিধাভোগী। তবে শিক্ষাবিদ, গবেষক, নীতি নির্ধারকসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণও তথ্য ভান্ডার থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন।

শ্রীমঙ্গল তথ্য কেন্দ্রে উপস্থিত সেবা গ্রহীতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

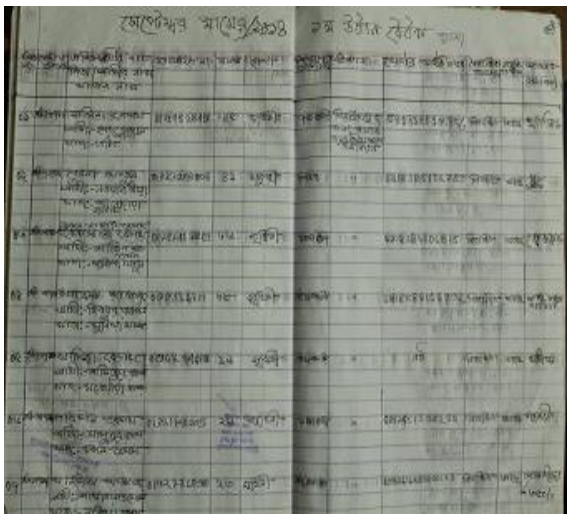

শ্রীমঙ্গল তথ্য কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহীতা ও উঠান বৈঠকে উপস্থিতদের তথ্যাবলী রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষণ

১৪.৪ **কল সেন্টারঃ** তথ্য আপা কল সেন্টারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কেউ খুব সহজেই তথ্য সেবা পেতে পারেন। তথ্য আপা কল সেন্টারের নম্বর ১০৯২২-এর কার্যক্রম সপ্তাহে ৭ দিন সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬:০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার, আইনি সহায়তা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত যে কোন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পরামর্শ পাওয়ার জন্য কল সেন্টারে কল করার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের উপায় পেতে পারেন। তথ্য আপা কল সেন্টারে ৬টি বিষয়ে ৬ জন বিশেষজ্ঞ-এর মাধমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।

১৪.৫ **প্রতিটি তথ্য কেন্দ্রে যেসব সেবা প্রদান করা হয়, তা নিম্নরূপঃ**

(ক) স্বাস্থ্য সেবা:

- নারী স্বাস্থ্য
- সাধারণ গর্ভকালীন সেবা
- প্রাথমিক চিকিৎসা
- গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভকালীন করণীয় সর্ম্পকে তথ্য সেবা
- শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা
- প্রেসার মাপা
- উচ্চতা ও ওজন মাপা
- ডায়াবেটিক টেস্ট
- হিমোগ্লোবিন টেস্ট
- জ্বরের তাপমাত্রা দেখা

(খ) কৃষি সেবা:

- কৃষি কাজে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ
- ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে পরামর্শ
- ফসল সংরক্ষণের তথ্য
- শাক সবজি চাষের পরামর্শ
- ফসলের পোকা দমনের তথ্য
- কৃষি বিষয়ে শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন

(গ) অকৃষি সেবা বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ:

- ব্লক, বাটিক, কারচুপি প্রভৃতি তৈরিতে পরামর্শ
- নকশী কাঁথা তৈরির পরামর্শ
- মোমবাতি তৈরির পরামর্শ
- বিভিন্ন ধরনের আচার তৈরির তথ্য
- সেলাই প্রশিক্ষণের তথ্য
- মাটির গহনা তৈরির পরামর্শ

(ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা:

- পাবলিক এবং বিভিন্ন চাকুরীর পরীক্ষার রুটিন দেখা
- কলেজ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির তথ্য
- পাবলিক এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল দেখা
- শিশুদের অনলাইনে ই-বুক দেখানো

(ঙ) তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি সেবা:

- ফেসবুকে একাউন্ট খোলা
- ই-মেইল একাউন্ট খোলা
- ই-মেইল পাঠানো
- দেশে বিদেশে স্কাইপে কথা বলা
- অন লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য দেয়া

(চ) চাকুরীর তথ্য :

- বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দেয়া
- চাকুরীর ফরম পূরণ করে দেয়া
- নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রদান
- bdjobs-এ একাউন্ট খোলা

(ছ) আইনি সেবা:

- নির্যাতিত মহিলাদের আইনি পরামর্শ প্রদান
- কোথায় গেলে আইনি সহায়তা পাবে তা সর্ম্পকে ধারণা প্রদান
- গ্রামীণ মহিলাদের আইনি অধিকার সর্ম্পকে সচেতন করা
- লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি;	জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় তথ্য আপা কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ কল সেন্টারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কেউ খুব সহজেই তথ্য সেবা পেতে পারেন। তথ্য আপা কল সেন্টারের নম্বর ১০৯২২-এ সপ্তাহে ৭ দিন সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকে;
খ) তথ্য প্রযুক্তি এবং এর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মহিলারা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার, আইনি সহায়তা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা কাজে লাগিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন হচ্ছে;
গ) মহিলাদের জন্য ১৩টি উপজেলায় ১৩টি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন;	৭টি বিভাগের নির্বাচিত ১৩টি উপজেলায় ১৩টি তথ্য কেন্দ্র (Information Center) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
ঘ) ১৩টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ লক্ষ মহিলাদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ;	১৩টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার মহিলাকে সচেতনতামূলক পরামর্শ ও আত্মনির্ভরশীল জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঙ) মহিলা সম্পর্কিত গবেষণা, প্রকাশনা, আইনগত সাহায্য, সহিংসতার শিকার নারীসহ সরকারি নিয়ম-কানুন, নারী ও শিশু, উদ্যোক্তা, সাম্প্রতিক তথ্য বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং	প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নারী ও শিশু, মহিলা উদ্যোক্তা, মহিলা বিষয়ক সংবাদ, সরকারি বিধি-বিধান, মহিলা বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, আইনি সহায়তা, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ইত্যাদি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে তথ্য ভান্ডার ও উইমেন টিভি; এবং
চ) শুধু মহিলা এবং শিশুদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কিত একটি কেন্দ্রীয় কল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।	শুধু মহিলা এবং শিশুদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কিত একটি কেন্দ্রিয় কল সেন্টার জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৬.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ **প্রকল্পের সবগুলো তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম যথাসময়ে চালু না হওয়াঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ১৪/০৬/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ১ম অর্থ বছরের কার্যক্রম চালু করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের শুরু থেকে তথ্য কেন্দ্রগুলো পুরোপুরি চালু করা যায়নি;

১৬.২ **প্রকল্পের মূল সেবা গ্রহণে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়াঃ**তথ্য কেন্দ্রগুলোতে আগত সেবা গ্রহীতা এবং প্রকল্প থেকে প্রতিটি কেন্দ্রের আওতায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির ধরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, মোট ২৬৩৩২৯ জন মহিলা প্রকল্প থেকে সেবা পেয়েছেন। তন্মধ্যে ওজন মাপা, ডায়াবেটিস, প্রেসার মাপা, হিমোগ্লোবিন টেস্ট, জ্বরের তাপমাত্রা দেখা, কৃষি কাজে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বেশী প্রতীয়মান হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রে ইন্টারনেট ও ইমেইল ব্যবহারকারী, চাকুরীর ফরম পূরণ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেখা, ভর্তি ফরম পূরণ ইত্যাদি সেবা গ্রহীতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রে নিয়োগকৃত তথ্য সহকারী/জুনিয়র তথ্য সহকারীগণের প্রকল্প থেকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানই ছিল মূল কাজ। অর্থাৎ প্রকল্পের মূল সেবা তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ও ইমেইল যোগাযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র এলাকার নারীদের মাঝে গুরুত্ব কম ছিল।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও জনগণকে প্রকল্পের সুফল পেতে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিপিপিতে প্রণীত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নের শুরু হতেই বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.২ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরন ভিত্তিক সকল সেবা গ্রহীতাদের যোগাযোগের ঠিকানাসহ ডাটাবেইজ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে এ সকল সেবা প্রহীতাদের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়;

১৭.৩ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ছিল তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন। সে হিসেবে তথ্য কেন্দ্রগুলোতে আগত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ও ইমেইল যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা সমীচীন ছিল। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে;

১৭.৪ অনুচ্ছেদ ১৭.১ ও ১৭.৩ এর প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন (সংশোধিত) -শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : দারুস সালাম রোড, মীরপুর, ঢাকা।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
২৪৯০.৭৯ ১৪৮৭.৫৫ (১০০৩.২৪)	২৬৫১.৫৩ ১৫৪৯.১৬ (১১০২.৩৭)	২৬০৭.৪০ ১৫০৫.০০ (১১০২.৪০)	জানুঃ ২০১২ হতে ডিসেঃ ২০১৫	জানুঃ ২০১২ হতে ডিসেঃ ২০১৫	জানুঃ ২০১২ হতে ডিসেঃ ২০১৫	১১৬.৬১ (৪.৬৮%)	--

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
				জিওবি	সংস্থা	মোট		জিওবি	সংস্থা	মোট
১	**(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ**									
২	বিবিধ	থোক	-	০	৫.০০	৫.০০	-	০	৫.০০	৫.০০
	(খ) মূলধন ব্যয়ঃ									
৩	মেডিকেল সরঞ্জাম	সংখ্যা	২২৭	০	১০১১.৯৮	১০১১.৯৮	২২৭	০	১০১২.০০	১০১২.০০
৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৮৭৭	০	৮৫.৩৯	৮৫.৩৯	৮৮০	০	৮৫.৪০	৮৫.৪০
৫	নির্মাণ (৪র্থ-৮ম তলা পর্যন্ত)	বঃমিঃ	৬০৬৯.১৯	১৩৪৯.১৬	০	১৩৪৯.১৬	৬০৬৯.১৯	১৩১৪.০০	০	১৩১৪.০০
৬	সাব-স্টেশন	সংখ্যা	২	২০০.০০	০	২০০.০০	২	১৯১.০০	০	১৯১.০০
	উপ-মোট (মূলধন):			**১৫৪৯.১৬**	**১০৯৭.৩৭**	**২৬৪৬.৫৩**		**১৫০৫.০০**	**১০৯৭.৪০**	**২৬০২.৪০**
	সর্বমোটঃ			**১৫৪৯.১৬**	**১১০২.৩৭**	**২৬৫১.৫৩**		**১৫০৫.০০**	**১১০২.৪০**	**২৬০৭.৪০**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ: আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি: বর্তমানে দেশে হৃদরোগীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে, যার মধ্যে শিশু ও মহিলা হৃদরোগীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিরপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান হাসপাতালে আগত সকল রোগীদের বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় উক্ত হাসপাতাল ক্যাম্পাসে একটি শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে শিশু ও মহিলাদের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আলাদা ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে শিশু ও মহিলাদের জন্য রোগ নির্ণয় ও Medical and Surgical Treatment প্রদান;

(খ) মিরপুর-২ এ বিদ্যমান হাসপাতালে আগত রোগীদের ভীড় কমানো;
(গ) জনসাধারণকে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের জন্য হৃদরোগের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন করা;
(ঘ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;
(ঙ) হৃদরোগীদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন; এবং
(চ) হৃদরোগের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

৮.১ প্রকল্প অনুমোদন : প্রকল্পটির উপর ০৮/০৯/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি মোট ২৪৯০.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৪৮৭.৫৫ লক্ষ টাকা, প্রত্যাশী সংস্থা- ১০০৩.২৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৬/০১/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ **প্রকল্প সংশোধন:** মূল প্রকল্পে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ভবনের ৪র্থ–৭ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ এবং ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল চালুর লক্ষ্যমাত্রা ছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বিদেশী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করে ২টি অপা রেশন থিয়েটারের পরিবর্তে ৩টি অপারেশন থিয়েটার নির্মাণ এবং অপারেশনের আকার বড় করার সিদ্ধান্ত দেন। সেক্ষেত্রে ৩টি ফ্লোরের স্থাপত্য নকশা তৈরি করে দেখা যায় , ১০৯টি বেডের সংস্থান হয়। ফলে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য ৮ম তলা পর্যন্ত নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ২৬৫১.৫৩ লক্ষ টাকায় জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০/১২/২০১৪ **তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃকঅনুমোদিত হয়।**

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	-
২০১২-২০১৩	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	-
২০১৩-২০১৪	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩৭৮.০০	৩৭৮.০০	-
২০১৪-২০১৫	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	-
২০১৫-২০১৬	২৯৬.০০	২৯৬.০০	-	২৯৬.০০	২৫২.০০	২৫২.০০	-
মোট:	**১৫৭১.০০**	**১৫৭১.০০**	**-**	**১৫৭১.০০**	**১৫০৫.০০**	**১৫০৫.০০**	**-**

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান ভূঁইয়া পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	০৯/০২/২০১২	৩১/১২/২০০৫

১১.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:
(ক) ৪র্থ-৮ম তলা পর্যন্ত (৬০৬৯.১৯ বর্গমিটার) হাসপাতাল ভবন নির্মাণ;
(খ) ২টি সাব-স্টেশন স্থাপন;
(গ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়;
(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়।

১২.০ প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে পিসিআর প্রাপ্তির পর আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের সহকারী পরিচালক ফারজানা হোসেন কর্তৃক গত ০৮ /০২/২০১৭ তারিখে মীরপুর দারুস সালাম রোডস্থ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সম্প্রসারিত ভবন ও হাসপাতালের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের ব্যয়ের বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১২.১ **<u>হাসপাতাল ভবন সম্প্রসারণ/নির্মাণ:</u>** প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ভবনটির ৪র্থ থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে মোট ১৩৪৯.১৬ লক্ষ টাকার (সম্পূর্ণ জিওবি) সংস্থান ছিল। পিসিআর অনুযায়ী ভবন নির্মাণে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ১৩১৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি

১২.২ **<u>মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়:</u>** প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে সংস্থার অর্থে- ১০১১.৯৮ লক্ষ টাকায় ২২৭টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে মেডিকেল যন্ত্রপাতি রোগীদের চিকিৎসা সেবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেডিকেল যন্ত্রপাতি

ইসিজি মেশিনে রোগীর হৃদরোগ পরীক্ষা করা হচ্ছে

১২.৩ **<u>আসবাবপত্র ক্রয়:</u>** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীদের ব্যবহারের জন্য সংস্থার অর্থে ৮৫.৩৯ লক্ষ টাকায় ৮৭৭টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে ৮৫.৪০ লক্ষ টাকায় ৮৮০টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত রোগীদের বেড

হাসপাতালের জন্য স্থাপিত বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন

১২.৪ **<u>সাব-স্টেশন স্থাপন:</u>** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জিওবি অর্থে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি সাব-স্টেশন (প্রতিটি ১২৫০ কেভিএ) ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.০ <u>প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন</u>:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আলাদা ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে শিশু ও মহিলাদের জন্য রোগ নির্ণয় ও **Medical and Surgical Treatment** প্রদান;	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ৪র্থ থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আলাদা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে শিশু ও মহিলাদের জন্য রোগ নির্ণয় ও Medical and Surgical Treatment প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে;
খ) মিরপুর-২ এ বিদ্যমান হাসপাতালে আগত রোগীদের ভীড় কমানো;	প্রকল্প থেকে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল নির্মাণ করায় সম্প্রসারিত ভবনে নতুনভাবে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে মিরপুর-২ এ পূর্বের হাসপাতালে আগত রোগীদের ভীড় অনেক কমেছে;
গ) জনসাধারণকে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের জন্য হৃদরোগের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন করা;	বিভিন্ন জেলায় অস্থায়ী হার্ট ক্যাম্প স্থাপন এবং সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রয়েছে;
ঘ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে গরীব রোগীদের ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়;
ঙ) হৃদরোগীদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন; এবং	হৃদরোগীদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন করার কার্যক্রম এখনও চালু করা হয়নি;
চ) হৃদরোগের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের পুরাতন হাসপাতাল ভবনের ১১ তলায় এবং নতুন ভবনের ৪র্থ তলায় হৃদরোগের বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৪.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ</u>:

(ক) <u>প্রকল্পের অর্জন</u>:

১৪.১ <u>হৃদরোগের চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ:</u> মিরপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান হাসপাতালের ৪র্থ থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত ভবনে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিশু ও মহিলাদের হৃদরোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

মহিলা ও শিশুদের হৃদরোগ চিকিৎসার জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপনের ফলে মহিলা ও শিশুদের সুষ্ঠু ও নিবিড় সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। Pediatric cardiac surgery, pediactric anesthesiology and intensive care, padiatric cardiology বিভাগে শিশুদের জন্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৭ মাসের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, প্রায় ৪ হাজার রোগী বহির্বিভাগ থেকে চিকিৎসা

সেবা গ্রহণ করেছে। ১৬১৫ জন রোগী ইনডোরে সেবা গ্রহণ করেছেন। হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ও স্টাফ নিয়োগ করা হলে এটি শিশু ও নারীদের কার্ডিয়াক চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

(খ) সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৪.১ Internal ও External Audit সম্পন্ন না করাঃ প্রকল্পের পিসিআর-এ Internal ও External Audit বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, যেহেতু প্রকল্পের নির্মাণ কাজ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে তাই গণপূর্ত বিভাগ সংশ্লিষ্ট অডিট-এর সম্মুখীন হবে। পরিদর্শনকালে জানা যায়, ইতোমধ্যে অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু উক্ত অডিট সম্পর্কিত কোন লিখিত ডকুমেন্ট প্রকল্প কার্যালয় বা গণপূর্ত বিভাগ থেকে পাওয়া যায়নি;

১৪.২ ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানঃ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের বিগত কয়েক মাসের পরিসংখ্যান, বিলের কাগজপত্রাদি যাচাই করে দেখা যায় যে, এ হাসপাতালটি ৩০% দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। প্রতি মাসে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে চিকিৎসা সেবার তথ্যাদি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে। এ হাসপাতাল কর্তৃক সমাজসেবা অধিদপ্তরে জানুয়ারি, ২০১৭ মাসে প্রেরিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়-

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	মোট রোগী		বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রাপ্ত		ফ্রি প্রদানের শতকরা হার
		সংখ্যা	আর্থিক (টাকা)	গরীব রোগীর সংখ্যা	আর্থিক (টাকা)	
১	আউটডোর	৫২৬২	৭৮৫৯০০.০০	৫২১	৪৫৪৩৪৩.০০	৫৭.৮১%
২	আউটডোর (কনসালট্যান্ট)	৩৮৩৪	১৯১৭০০০.০০	১৪৬	৭৩০০০.০০	৩.৮১%
৩	ইনডোর	১৬৪৫	১০৮৯৫৭২১.০০	৫৯	৪১২৮১৪৭.০০	৩৭.৮৯%

১৪.৩ গণপূর্ত বিভাগ থেকে নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ না করা: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের (৪র্থ থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি উক্ত সময়ে তারা সরবরাহ করতে পারেনি। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হলে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (ইএম), বিভাগ-৬, মিরপুর, ঢাকা বরাবরে তথ্যাদি চেয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু গণপূর্ত বিভাগ নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করেনি। ফলে দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রতিবেদনে প্রদান করা সম্ভব হয়নি;

১৪.৪ ৮ম তলার সিঁড়ির অংশে ফিনিশিং কাজ অসম্পন্নঃ প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৫ এ সমাপ্ত হলেও হাসপাতালের ৮ম তলার সিঁড়ির ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। পরিদর্শনকলে দেখা যায়, এখনও ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে।

১৫.০ সুপারিশ:

১৫.১ প্রকল্পের Internal ও External Audit সম্পন্ন করা হয়ে থাকলে অডিটের ছায়ালিপি গণপূর্ত বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএমইডি'তে প্রেরণ করবে;

১৫.২ ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে এবং যেহেতু এটি একটি চলমান কার্যক্রম তাই সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি নিয়মিত মনিটর করতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগ নির্মাণ কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে না পারায় পরবর্তীতে তথ্যাদি সরবরাহের জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কেন তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়নি তা মহিলা বিষয়ক অধিপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন বিষয়টি খতিয়ে দেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৪ মহিলা বিষয়ক অধিপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ভবনের ৮ম তলার সিঁড়ির ফিনিশিং কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

১৫.৫ হাসপাতালটির কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালনার জন্য যত সংখ্যক চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগ প্রয়োজন তা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৫.৬ অনুচ্ছেদ ১৫.১ থেকে ১৫.৫ এর প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মেয়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসুচি
-শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : বাড্ডা, আদাবর, ডেমরা, গাবতলী, মিরপুর-১০, ঝিগাতলা, রাজারবাগ, উত্তরা, নাখালপাড়া, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর (আগারগাঁও), সাভার।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০৭৭.৬০	১৬৫০.০০	১৬২৫.৭১	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৬	+ ৫৪৮.১১ (৫০.৮৬%)	+ ২ বছর (৪০%)

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের একটি বিশেষ অংগীকার। সে অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কর্মজীবি মায়েদের শিশু সন্তানদের দিবাকালীন যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় তারা অনেক ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষতা সাধন কিংবা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে পেশাগত কাজে তারা পিছিয়ে পড়ছে বা অংশগ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের দিবাকালীন যত্নের জন্য সরকার ইতঃপূর্বে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯২ সালে ঢাকা শহরে ৬টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয় এবং কেন্দ্রগুলো সফলভাবে শিশুদের সেবা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে ২য় পর্বে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে আরও ৬টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়। ২টি পর্যায়ে নিম্নবিত্তদের জন্য স্থাপিত মোট (৬+৬)=১২টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম জুলাই ২০০০ হতে রাজস্ব বাজেটের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য সরকারি উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক "কর্মজীবি মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী" শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই, ১৯৯৭ হতে জুন, ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। যার আওতায় ঢাকায় স্থাপিত ৬টি দিবাযত্ন কেন্দ্র বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণীর কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

মুল উদ্দেশ্যঃ

নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবি মায়েদের ছোট সন্তানদের (৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স) দিবাকালীন নিরাপদ সেবা প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

ক) ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবি মায়েদের মনোযোগের সাথে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা; এবং

খ) শিশুদের যথাযথ শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সুষম খাবার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ইনডোর খেলাধূলা এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** খেলনা সামগ্রী ক্রয়, ঔষধ ক্রয়, শিশুদের জন্য খাদ্যের সংস্থান করা, আসবাবপত্র ও বিছানা ক্রয়, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়, যানবাহন (বাই সাইকেল) ক্রয়, বিবিধ (ক্রোকারিজ, বার্নার) ক্রয় ইত্যাদি।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১২	২৯০.২৯	১২	২৭৯.৩০
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	২৩		২৩	
৩	ভাতাদি	জন	৩৭		৩৭	
৪	বাসা ভাড়া	ইউনিট	৮	১২৫.৮৪	৮	১২১.১৭
৫	টেলিফোন বিল	ইউনিট	১৫	১১.২৫	১৫	৯.৭৪
৬	পানির বিল	ইউনিট	৮	৬.৬২	৭	৬.৮৩
৭	বিদ্যুৎ বিল	ইউনিট	৮	১১.৪৭	৮	১১.০২
৮	গ্যাস বিল	ইউনিট	৮	৪.১৩	৮	৪.২৮
৯	জ্বালানী/গ্যাস	সংখ্যা	১	১০.৬৪	১	১০.৩৪
১০	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	১৯.১৭	থোক	১৯.১৩
১১	স্টেশনারী	থোক	থোক	৭.০৪	থোক	৬.৮০
১২	শিক্ষা উপকরণ	ইউনিট	১১	৮.০০	১১	৭.৭০
১৩	খেলাধূলা সামগ্রী	ইউনিট	১১	১২.০০	১১	১১.৯৯
১৪	শিশু ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	ইউনিট	১১	১৫.৯৯	১১	১৫.৯৮
১৫	প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস)	ইউনিট	১২	৬.৫০	১২	৬.৪৮
১৬	অনিয়মিত শ্রমিক	জন	১০১	৫৭১.৭১	১০১	৫৭১.৬৭
১৭	ঔষধ	ইউনিট	১১	৫.০০	১১	৫.০০
১৮	টিএ/ডিএ	জন	৩৬	১.৩৩	৩৬	১.৩১
১৯	শিশুদের জন্য খাদ্য	জন	৪২৫০	২৫৬.৮০	৪২৫০	২৫৪.২২
২০	টয়লেট্রিজ	ইউনিট	১২	১৫.৯২	১২	১৫.৬২
২১	সম্মানী (প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী)	থোক	থোক	১০.২৩	থোক	১০.১৯
২২	চিত্তবিনোদন	ইউনিট	১১	১০.০০	১১	৯.৭৫
২৩	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	১	৩৬.২৫	১	৩৫.২৮
২৪	অদৃশ্য ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০
২৫	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	১২৩.৯৪	থোক	১২৩.৯৪
২৬	রক্ষণাবেক্ষেণ	ইউনিট	১২	৩.০৪	১২	২.৮৭
২৭	ক্রোকারিজ	ইউনিট	১১	১.৫০	১১	১.৫০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১৫৬৭.১৬**		**১৫৪৪.৬১**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
২৮	**যানবাহন (বাইসাইকেল)**	ইউনিট	১৩	০.৮৫	১৩	০.৭৫
২৯	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম**	ইউনিট	১২	৩৩.০০	১২	৩২.০৮
৩০	**আসবাবপত্র ও বিছানা**	ইউনিট	১২	৪০.৯৯	১২	৪০.৫৮

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১	**বিবিধ**	ইউনিট	১২	৬.৫০	১২	৬.১৯
	উপ-মোট (মূলধন):			**৮২.৮৪**		**৮১.১০**
	মোট ব্যয়(রাজস্ব ও মূলধন):			**১৬৫০.০০**		**১৬২৫.৭১**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ**বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি 'র উপর ১৬/০৪/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১০৭৭.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৩/০৯/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০.১ **১ম সংশোধনঃ** প্রকল্প চলমানকালে প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (নাখালপাড়াস্থ সংসদ সদস্য ভবন), পরিকল্পনা কমিশন চত্বর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ভেতরে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ নতুন ৩টি ডে-কেয়ার সেন্টারের জন্য রুম বরাদ্দ ও সংস্কার মূল ডিপিপিতে ছিল না। UNDP-এর পক্ষ থেকে পুলিশ রিফর্ম প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ডে-কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কারের খরচ সংস্থান করা দায়িত্ব গ্রহণ করে। মূল ডিপিপিতে খেলার সামগ্রী খাতে শিশুদের খেলনা সামগ্রী খাতে দোলনা ও শ্লিপারের সংস্থান রয়েছে। এগুলো ছাড়াও শিশুদের খেলাধূলার জন্য বল, পুতুল, বেলুন, লোগোসেট প্রয়োজন। প্রকল্পে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে আউটসোর্সিং-এর পরিবর্তে স্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করার জন্য প্রকল্প সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটি Need Based Exposure আঙ্গিকে পুনর্গঠন, প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল যথাযথ রেখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০.২ **২য় সংশোধনঃ** পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের সংস্থান রেখে মোট ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে প্রতিটি কেন্দ্রে ২ জনের স্থলে ৪ জন করে আয়া নিয়োগের ব্যবস্থা, প্রকল্পের মেয়াদকাল ২ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৬০.৫০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করে ২য় বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ০৭/০৯/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০.৩ **বিশেষ সংশোধনঃ** জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুমোদনের পর প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত জনবলের সেবামূল্য ও সাকুল্য বেতনভুক্তদের সার্ভিস বেনিফিট বাবদ ১০৫.৩৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত প্রয়োজন হওয়ায় ২৫/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় প্রকল্পটি সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পটির বিশেষ সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	২৪.৮০	২৪.৮০	-	২৪.৮০	২৪.৮০	২৪.৮০	-
২০১০-২০১১	১৭৩.৫৪	১৭৩.৫৪	-	১৭৪.০০	১৭৩.৫৪	১৭৩.৫৪	-
২০১১-২০১২	২২৩.৯৪	২২৩.৯৪	-	২২৫.০০	২২৩.৯৪	২২৩.৯৪	-
২০১২-২০১৩	২২৩.০০	২২৩.০০	-	২২৩.০০	২২৩.০০	২২৩.০০	-
২০১৩-২০১৪	৩১০.৩৪	৩১০.৩৪	-	২৫৩.০০	২৫৩.০০	২৫৩.০০	-

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৪-২০১৫	৩৩১.২৩	৩৩১.২৩	-	৩১৬.২০	৩১৫.৩৭	৩১৫.৩৭	-
২০১৫-২০১৬	৩৬৩.১৫	৩৬৩.১৫	-	৪৩৩.০০	৪১২.০৬	৪১২.০৬	-
মোটঃ	**১৬৫০.০০**	**১৬৫০.০০**	**-**	**১৬৪৯.০০**	**১৬২৫.৭১**	**১৬২৫.৭১**	**-**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব হাসিনা মতিন, উপ-পরিচালক	২৯/১০/২০০৯	০৪/০৩/২০১০
০২	জনাব কাজী জেবুন্নেসা, উপ-সচিব	০৪/০৩/২০১০	১৩/০৮/২০১৪
০৩	জনাব ফেরদৌসী বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব	২৬/০৮/২০১৪	১৫/০৯/২০১৪
০৪	জনাব আবু তালেব, উপ-সচিব	১৫/০৯/২০১৪	৩০/০৬/২০১৬

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের জনবলঃ প্রকল্পের আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। (প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে এবং সহকারী পরিচালক (ডে-কেয়ার) ও প্রোগ্রাম অফিসার রাজস্ব বাজেটের আওতায় অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প থেকে কোন ভাতা গ্রহণ করেননি।) প্রকল্পে নিয়োজিত ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ৩০০.৩২ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ২৭৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা -কর্মচারীদের পদবী ও সংখ্যা উল্লেখ করা হলঃ

নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	দায়িত্বরত কর্মস্থল
১	**হিসাবরক্ষক**	**১**	**প্রকল্প প্রধান কার্যালয়**
২	**কম্পিউটার অপারেটর**	**১**	**প্রকল্প প্রধান কার্যালয়**
৩	**ডে-কেয়ার অফিসার**	**১১**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে১ জন**
৪	**স্বাস্থ্য শিক্ষিকা**	**১১**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে১ জন**
৫	**শিক্ষয়িত্রী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর**	**১১**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে১ জন**
	মোটঃ	৩৫	

১৩.২ শিশুদের জন্য খাদ্যঃ প্রকল্পের আওতায় ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টারে ৪২৫০ জন শিশুর দৈনিক খাবার প্রদানের জন্য আরডিপিপি'তে মোট ২৫৫.৫২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৫৪.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে ঠিকাদা র নিয়োগের মাধ্যমে ডে -কেয়ার সেন্টারে খাবার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত সাপ্তাহিক খাদ্য ছক অনুযায়ী প্রতিটি ডে -কেয়ার সেন্টারে প্রতিদিন শিশুদের খাবার প্রদান করা হয়।

১৩.৩ প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস): প্রকল্পের আওতায় ১১টি ডে -কেয়ার সেন্টা রে কর্মরত ডে -কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ও শিক্ষয়িত্রী -কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ২ দিনব্যাপী শিশুদের পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেন্টারের দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন , আয়া-কুক-গার্ডদের পরিচা লনা করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া ১ দিনের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় , প্রকল্প মেয়াদে অনেকেই এ প্রশিক্ষণ একাধিকবার পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ বাবদ আরডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৪ অনিয়মিত শ্রমিকঃ ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোতে ভর্তিকৃত শিশুদের দিবাকালীন খাওয়া , যত্ন এবং সঠিক পরিচর্যা করা প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রকল্পভুক্ত ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের সেবা প্রদান, শিশুদের দিবাকালীন পরিচর্যার জন্য আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অফিস সহায়ক, বাবুর্চি, আয়া, পরিচ্ছন্ন কর্মী, গার্ড পদে ১০১ জনকে নিয়োগ করা হয়। এ অনিয়মিত জনবলের বেতন -ভাতা বাবদ আরডিপিপি'তে ৫৭৪.২৩ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৭১.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	দায়িত্বরত কর্মস্থল
১	**অফিস সহায়ক**	**১**	**প্রকল্প প্রধান কার্যালয়**
২	**বাবুর্চি**	**২২**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে২ জন**
৩	**আয়া**	**৪৪**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে৩ জন**
৪	**পরিচ্ছন্ন কর্মী**	**১২**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে১ জন এবং প্রকল্প প্রধান কার্যালয়**
৫		**২২**	**প্রতিটি ডে-কেয়ার সেন্টারে২ জন**
		১০১	

১৩.৫ টয়লেট্রিজঃ ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোতে ব্যবহারের জন্য টয়লেট্রিজ সামগ্রী (সাবান, শ্যাম্পু, এ্যারোসল, হারপিক, তোয়ালে, স্যাভলন ইত্যাদি) ক্রয় খাতে আরডিপিপি 'তে ১৫.৯০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৫.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামঃ প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ও ডে -কেয়ার সেন্টারগুলোর জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (কম্পিউটার, প্রিন্টার, টেলিভিশন, আইপিএস, ফ্রিজ, ওভেন, আলমিরা, ডিভিডি প্লেয়ার, পানির ফিল্টার, ব্লেন্ডার মেশিন ইত্যাদিসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি) ক্রয়ের নিমিত্ত আরডিপিপি'তে ৩৩.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩২.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রকল্প কার্যালয় ও ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টারে ব্যবহৃত হয়।

১৩.৭ আসবাবপত্র ও বিছানাঃ ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোতে শিশুদের সঠিক পরিচর্যার জন্য এবং কর্মকর্তা - কর্মচারীদের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র ও বিছানাপত্র ক্রয়ের নিমিত্ত আরডিপিপি'তে ৪১.০০ লক্ষ টাকা লক্ষ্যামাত্রার বিপরীতে ৪০.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এ অর্থ ব্যয়ে শিশুদের পড়ার টেবিল , সোকেচ, বিছানাপত্র, বালিশ, কম্বল, তোষক, খেলার সামগ্রী, দোলনা, ডিসপ্লে বোর্ড, কাঠের র্যা ক, সেক্রেটারিয়েট টেবিল , সাধারণ টেবিল , চেয়ার, সেলফ, ইত্যাদিসহ অন্যান্য আরও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। তাছাড়া প্রকল্প থেকে গার্ড ও কুকদের পোষাক প্রদান করা হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ১৭/০৪/২০১৭ তারিখে ঢাকাস্থ আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টার, ০২/০৫/১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের ডে-কেয়ার সেন্টার এবং ১৩/০৬/২০১৭ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ডে কেয়ার অফিসার ও অন্যান্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

(ক) আদাবর নিম্নবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টারঃ

১৪.১ **আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টারের অবস্থানঃ** আদাবর থানার অন্তর্গত আদাবর ৬ নং রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে ২০০৯ সালে ডে-কেয়ার সেন্টারটি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ১৬ নং রোডে বাজার সংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়ির ৩য় তলায় ৫টি কক্ষ নিয়ে ডে -কেয়ার সেন্টারটির কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে । ১টি অফিস কক্ষ , ১টিতে শিশুদের খেলাধুলা ও পড়াশুনা, ৩টি বেড রুম এবং ১টি ডাইনিং কক্ষ। এটি নিম্নবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র। আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ সেন্টারে ৫০ জন শিশু ভর্তির সংস্থান অনুযায়ী ৫০ জন শিশু ভর্তি ছিল। তবে পরিদর্শনের দিন ৪৪ জন শিশু উপস্থিত ছিল।

আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টারে খেলাধুলারত শিশুরা

১৪.২ **<u>শিশু ভর্তি প্রক্রিয়াঃ</u>** ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরিজীবি মায়েদের শিশুদের ডে -কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়। প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত একটি নির্ধারিত ভর্তি ফরমের মাধ্যমে ৫০/- টাকা ফি গ্রহণপূর্বক শিশুদের ভর্তি করা হয়। ভর্তি ফরমের সাথে শিশুর পিতা -মাতা ও শিশুর ছবি সংযুক্ত করা হয়। ফরমে শিশুর পিতা -মাতা, অভিভাবক, যোগাযোগের ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টারে সরবরাহকৃত খেলা সামগ্রী, টয়লেট্রিজ,
ফ্রিজ, আইপিএস ও কম্পিউটার

১৪.৩ **<u>ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের পরিচর্যাঃ</u>** আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টারে ডে-কেয়ার অফিসার- ১ জন, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা- ১ জন, শিক্ষয়িত্রী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর-১ জন, কুক- ২ জন, আয়া- ৪ জন, ক্লিনার- ১ জন, গার্ড- ২ জন কর্মরত আছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষিকা প্যারামেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি শিশুদের প্রাথমিক স্বা স্থ্য সেবা, উচ্চতা অনুযায়ী ওজন বাড়ছে কি-না তা পরীক্ষা করতেন। ডে-কেয়ার সেন্টারের মাসিক সভায় শিশুদের অভিভাবকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ এবং শিশুদের জটিল কোন সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ প্রদান করা হয়। শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বাংলা, ইংরেজি পঠন ও লিখন, গণিত শিক্ষা, ছড়া গান ও গল্প বলা, চিত্রাংকন ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। বছরের বিশেষ দিবসগুলোতে শিশুদের জন্য গান , কবিতা, চিত্রাংকন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় মর্মে ডে-কেয়ার অফিসারগণ জানান। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের সকাল, দুপুর এবং বিকাল মোট ৩ বার নিম্নলিখিত চার্ট অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। এ তালিকার বাইরে মাসে ১ দিন শিশুদের পোলাও, মাংস সরবরাহ করা হয়।

বার	সকাল	দুপুর	বিকাল
রবিবার	দুধ+পাউরুটি/মুড়ি	ভাত+ডাল+আলু+শাক+মুরগী+লেবু	কেক ও কলা/কমলা/তরমুজ/আম
সোমবার	দুধসুজি	ভাত+ডাল+আলু+সবজি+ডিম+লেবু	বিস্কুট ও আপেল/পেঁপে/কমলা/কাঁঠাল
মঙ্গালবার	দুধসেমাই	ভাত+ডাল+আলু+সবজি+মাছ	জুস ও কলা/পেঁপে/আম/আঙ্গুর
বুধবার	দুধ+পাউরুটি/মুড়ি	ভাত+ডাল+আলু+শাক+মুরগী+লেবু	ওয়েফার ও আঙ্গুর/আপেল/আম/তরমুজ
বৃহস্পতিবার	দুধসুজি	সবজি খিচুরী+ডিম+লেবু	বিস্কুট ও কলা/কমলা/পেঁপে/আঙ্গুর/কাঁঠাল

১৪.৪ ডে-কেয়ারগুলোতে প্রত্যেক মাসে শিশুদের মা ও অভিভাবকদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হতো। উক্ত সভায় অধিকাংশ শিশুর মা ও অভিভাবকগণ উপস্থিত থাকতেন। অভিভাবকদের সভায় ডে -কেয়ার সেন্টার এর সেবা সম্পর্কে

অভিভাবকদের মতামত/পরামর্শ, মাসিক চাঁদা প্রদানের বিষয় ভিটামিন -এ ক্যাপসুল খাওয়ানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সেবা, সচেতনতামূলক পরামর্শ, শিশুদের নিয়মিত সেন্টারে পাঠানো এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, নিম্নবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টারে প্রতি মাসে শিশু প্রতি ৫০/- টাকা এবং মধ্যবিত্ত ডে -কেয়ার সেন্টারে প্রতি মাসে শিশু প্রতি ৩০০/- টাকা নেয়া হয়। এ টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়। প্রকল্প থেকে শিশুদের শীত ও গ্রীষ্মের পোষাক সরবরাহ করা হতো। শিশুদের ইনডোর গেইমস -এর উপকরণ হিসেবে সেন্টারগুলোতে স্লিপার , দোলনা, ইয়কার, রকিং চেয়ার, ডলফিন, পুতুল, লোগো সেট, নৌকা, ডল হাউস, হামটি ডামটি, খেলনা গাড়ি, সাইকেল, ক্রামবোর্ড, টাট্টু ঘোড়া রয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় , শিশুরা এসব খেলার উপকরণ ব্যবহার করে খেলাধুলা করছে ও আনন্দময় সময় কাটাচ্ছে। এ সেন্টারের রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত। পরিদর্শনকালে সেন্টারে নিয়োজিত কুকদ্বয় পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করতে দেখা গেছে। সেন্টারের বাথরুমগুলো পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকগণ জানান , ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের সার্বিক পরিচর্যা করা হয়। ডে -কেয়ার সেন্টারে শিশুদের ভর্তি করার সুযোগ পাওয়ায় মায়েরা কর্মকালীন সময়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

(খ) <u>পরিকল্পনা কমিশনচত্বর মধ্যবিত্ত ডেকেয়ার সেন্টারঃ</u>

১৪.৫ **<u>পরিকল্পনা কমিশন চত্বরডে-কেয়ার সেন্টারের অবস্থানঃ</u>**পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের একটি নতুন এক তলা ভবনে ৪টি কক্ষ নিয়ে ২০১৪ সালের নভেম্বর যাত্রা শুরু করে। ১টি অফিস কক্ষ, ১টিতে শিশুদের খেলাধুলা ও পড়াশুনা, ১টি বেড রুম এবং ১টি ডাইনিং কক্ষ । এটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র। সেন্টারটি পরিদর্শনের সময় ১ জন ডে-কেয়ার অফিসার, ১ জন স্বাস্থ্য শিক্ষিকা, ১ জন শিক্ষয়িত্রী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ৪ জন আয়া, ২ জন কুক, ১ জন ক্লিনার, ২ জন নিরাপত্তা প্রহরীসহ অন্যান্য সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ সেন্টারে ৫০ জন শিশু ভর্তির সংস্থান অনুযায়ী ৪০ জন শিশু ভর্তি ছিল।

পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের ডে-কেয়ার সেন্টারের শিশুরা

ডে-কেয়ার সেন্টারের শিশুদের বিছানাপত্র

ডে-কেয়ার সেন্টারের শিশুদের খেলনা সামগ্রী

১৫.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১ **টাইম ওভার রান ৪০% ও কষ্ট ওভার রান ৫০.৮৬% হওয়াঃ** এ প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পটি ৩ বার সংশোধন করে ৫ বছরের স্থলে ৭ বছরে অর্থাৎ জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। মূল বাস্ত বায়নকাল অপেক্ষা ২ বছর (৪০%) বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। অপরদিকে, মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১০৭৭.৬০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৬২৫.৭১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কষ্ট ওভার রান হয়েছে ৫৪৮.১১ লক্ষ টাকা (৫০.৮৬%);

১৫.২ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থাৎ ৭ অর্থ বছরে মোট ৪ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তনের ফলে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়।

১৬.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৬.১ প্রকল্পটি ৫ বছরের স্থলে ৭ বছরে সমাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ৩ বার সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে বেনিফিশিয়ারীদের সরকারের ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা পেতে বিলম্ব হয়। তাই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি পরিহার/নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়;

১৬.২ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প য থাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তন একান্ত আবশ্যকীয় হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন বিষয় ক কমিটিতে বিবেচনা করতে হবে।